গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের

আধুনিক গান

২৫০টি হিট্ গানের সংকলন

সংকলক :

সমরেন্দ্র ঘোষাল

আধুনিক গান

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

ক থা ক লি
১ পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা ৯

প্রথম সংস্করণ : আশ্বিন ১৩৬৭

প্রকাশক :

প্রকাশচন্দ্র সিংহ

১ পঞ্চানন ঘোষ লেন

কলিকাতা ৯

মুদ্রাকর :

কার্তিক চন্দ্র পাণ্ডা

মুদ্রণী

৭১ কৈলাস বোস স্ট্রীট

কলিকাতা ৬

প্রচ্ছদ :

এস্. স্কোয়ার

প্রচ্ছদ মুদ্রণ :

ফাইন প্রিণ্টার্স প্রাইভেট লিঃ

পরিবেশক :

ত্রিবেণী প্রকাশন

২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট

কলিকাতা ১২

দাম : পাঁচ টাকা

উৎসর্গ

সা স্থধীরলাল চক্রবর্তী

রে অনুপম ঘটক

গা শচীন দেববর্মণ

মা রবীন চট্টোপাধ্যায়

পা হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায়

ধা নচিকেতা ঘোষ

নি ?

আমার গীতিকার জীবন এঁরাই সার্থক করেছেন। বর্তমানে শ্যামলকুমার মিত্র এবং সতীনাথ মুখোপাধ্যায়-এর সঙ্গে সুরকার এবং গীতিকারের মধ্যে যে বোঝাপড়া থাকে সেটা গড়ে উঠেছে, কিন্তু আমার মতে তার পূর্ণ বিকাশ হয়নি। এঁদের দুজনের নামও এই উৎসর্গ পত্রে উল্লেখ করলাম।

ভূমিকা

কোন কিছুর সংকলন বেরনো মানেই মনে করা যে একটা যুগের হিসেব-নিকেশ করা হয়ে গেল, আর এই হিসেব-নিকেশ করতে গেলেই মনে হয় আর সময় নেই; বরং এ কথাটা ভুলে থাকলেই মনটা বোধহয় ব্যস্ত বিব্রত হয় না। সত্যি কথা বলতে এই সংকলন বের করবার সপক্ষে আমার এতটুকুও ইচ্ছে ছিল না। ইতিপূর্বে অনেক প্রকাশকই আমায় অনুরোধ জানিয়েছিলেন, কিন্তু প্রতিবারই সে অনুরোধ আমি এড়িয়ে গেছি। তার পেছনে অবশ্য আমার যুক্তি আছে। প্রথম হল, যে, চলচ্চিত্র, রেডিয়ো, রেকর্ডের মাধ্যমেই গানের প্রচার এবং প্রতিষ্ঠা, সেখানেই তার সাফল্য এবং অস্তিত্ব। সেই গানের কথাগুলোকে সুর থেকে নির্বাসিত করে, কোন সংকলনের পাতায় পাতায় টেনে আনাটা অর্থহীন (অবশ্য স্বরলিপি সমেত থাকলে এ যুক্তিটা প্রযোজ্য নয়, কিন্তু প্রত্যেক প্রকাশকই শুধু গানের কথা ছাপতে চেয়েছি্েন)। আর দ্বিতীয় যুক্তি, জীবনে অনেক পরীক্ষা দিয়ে আবার আর একটা নতুন পরীক্ষার সামনে দাঁড়াতে ক্লান্ত মনটায় এতটুকুও ইচ্ছে হয়নি। সে প.ীক্ষাটা হল—কত কপি বই বিক্রী হবে তার ওপর আবার আমাকে বিচার করা হবে।

কিন্তু বন্ধুবর গিরীন্দ্র সিংহ (যাঁকে উল্টোরথের সদা হাস্যময় শ্রীঅরূপ বলে চেনা যায় এক কথায়) কিছুতেই আমার কথা মানতে রাজী নয়। অবশ্য আমার যুক্তি আর তার উক্তি, আমাদের মতই পরস্পরের অখণ্ড বন্ধুত্ব যে স্বীকার করবেই, তার কোন মানে নেই। তবে এই সংকলন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেও তার মূল্যটা গিরীনদার প্রাপ্য, আর না হলেও গিরীনদার প্রাপ্য।

এই প্রসঙ্গে একটি ছেলেকে আমি লক্ষ্য করলাম, যার অধ্যবসায়, গানগুলো খুঁজে বের করার দায়িত্ব, আর নিঃস্বার্থ, অক্লান্ত পরিশ্রম আমাকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছে, তার নাম হল শ্রীসমরেন্দ্র ঘোষাল

এ সংকলন সে না থাকলে বেরোতই না। অনেক গান সে সংগ্রহ করেছে, যেগুলো আমার মনেই ছিল না।

এই সংকলনে অনেক গানের স্থান পাওয়া উচিত ছিল না, কিন্তু সমরেন্দ্র আমার মতামতের প্রাধান্য দেয়নি, আবার অনেকগুলো গান বাদও পড়েছে, যেগুলোর স্থান পাওয়া উচিত ছিল। এ সংকলন সম্পাদনা সেই করেছে, অতএব সে দায়িত্ব তারই।

এই প্রসঙ্গে আর একজনের নাম লিখতেই হবে, সে হল শ্রীমান জগন্নাথ চক্রবর্তী—অনেক সাহায্য সেও করেছে।

পরিশেষে আমার প্রতি যাঁদের অকৃপণ ভালবাসা, স্নেহ, প্রীতি, সহায়তায় আজ গিরীনদার এই সংকলন বের করবার কথাটা মনে হয়েছে, সেইসব সুরকার, শিল্পী, বন্ধু, বান্ধবী, চলচ্চিত্র, রেডিয়ো, গ্রামাফোন কোম্পানি, মেগাফোন কোম্পানি, হিন্দুস্থান রেকর্ড এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্ণধারদের, এবং আমার চির হৃদয়ের শ্রোতৃ-মণ্ডলীদের আমার কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

১লা অক্টোবর, ১৯৬০
২০।৯বি, নেতাজী সুভাষচন্দ্র
বসু রোড, কলিকাতা ৪০

নমস্কার
গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

সূচীপত্র

তারকা চিহ্নিত গানগুলি গ্রামোফোন কোম্পানি এবং কলম্বিয়ার সৌজন্যে মুদ্রিত।

ছায়াছবির গান

এ শুধু গানের দিন

এ লগন গান শোনাবার।

এ তিথি শুধু গো যেন দখিণ হাওয়ার॥

এ লগনে দুটি পাখী মুখোমুখি

নীড়ে জেগে রয়,

কানে কানে রূপকথা কয়।

এ তিথি শুধু গো যেন হৃদয় চাওয়ার।

এ লগনে তুমি আমি একই সুরে

মিশে যেতে চাই।

প্রাণে প্রাণে সুর খুঁজে পাই।

এ তিথি শুধু গো যেন তোমায় পাওয়ার॥

'পথে হ'ল দেরী' কথাচিত্রের গান।

শিল্পী : সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়॥ সুর : রবীন চট্টোপাধ্যায়।

আজ দুজনার দুটি পথ ওগো

দুটি দিকে গেছে বেঁকে,

তোমার ও পথ আলোয় ভরানো জানি

আমার এ পথ আঁধারেতে আছে ঢেকে।

সেই শপথের মালা খুলে—

আমারে গেছ যে ভুলে,

তোমারেই তবু দেখি বারে বারে

আজ শুধু দূরে থেকে।

আমার এ কূল ছাড়ি,
তব বিস্মরণের খেয়া ভরা পালে—
অকূলে দিয়েছি পাড়ি।
আজ যতবার দীপ জ্বালি—
আলো নয় পাই কালি,
এ বেদনা তবু সহি হাসিমুখে—
নিজেরে লুকায়ে রেখে ॥

'হারানো সুর' কথাচিত্রের গান।
সুর ও শিল্পী : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

তুমি যে আমার—
(ওগো) তুমি যে আমার।
কানে কানে শুধু একবার বল
"তুমি যে আমার।"
আমার পরাণে আসি
তুমি যে বাজাবে বাঁশী,
সেই তো আমার জীবনে
তোমারই অভিসার।
তুমি যে আমার দিশা
অকুল অন্ধকারে,
দাওগো আমায় ভরে
তোমার অহংকারে।

জীবন মরণ মাঝে
এস গো বধুর সাজে,
সেই তো আমার সাধনা—
চাই্না যে কিছু আর।

'হারানো সুর' কথাচিত্রের গান।
শিল্পী : গীতা দত্ত। সুর : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

গানে মোর কোন ইন্দ্রধনু
আজ স্বপ্ন ছড়াতে চায়,
হৃদয় ভরাতে চায়।
মিতা মোর কাকলী কুহু—
সুর শুধু যে ঝরাতে চায়,
আবেশ ছড়াতে চায়
প্রাণে মোর।
মৌমাছিদের মিতালি—
পাখায় বাজায় গীতালি,
মীড়-দোলানো সুরে আমার
কণ্ঠে মালা পরাতে চায়।
বাতাস হোল খেয়ালী
শোনায় কি গান হেঁয়ালী,
কে জানে গো তার বাঁশী আজ—
কি সুর প্রাণে ধরাতে চায়।

'অগ্নিপরীক্ষা' কথাচিত্রের গান।
শিল্পী : সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ॥ সুর : অনুপম ঘটক।

কে তুমি আমারে ডাকো—
অলখে লুকায়ে থাকো,
ফিরে ফিরে চাই—
দেখিতে না পাই।
মনে তো পড়ে না তবুও যে মনে পড়ে—
হাসিতে গেলেই কেন হৃদয় আঁধারে ভরে,
সমুখের পথে যেতে—
পিছনে টানিয়া রাখ।
নতুন অতিথি ঐ দাঁড়ায়ে রয়েছে দ্বারে,
তবু ফিরাতে হবে যে তারে।
ভুল করে মালা যদি দিতে চাই কারো গলে—
কেন কাঁপে হাত বল বাধা পাই পলে পলে,
আমারই আকাশ শুধু
মেঘে মেঘে কেন ঢাকো॥

'অগ্নিপরীক্ষা' কথাচিত্রের গান।
শিল্পী : সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ॥ সুর : অনুপম ঘটক।

ফুলের কানে ভ্রমর আনে
স্বপ্নভরা সম্ভাষণ
এই কি তবে বসন্তেরই নিমন্ত্রণ ?
দখিণ হাওয়া এল ঐ বন্ধু হয়ে তাই কি আজ,
কণ্ঠ আমার জড়িয়ে ধরে—
জানায় শুধু আলিঙ্গন।

ঐ যে বনফুলের বন দোলে—
তাই কি আমারই এ মন দোলে,
পথিক-পাখী যায় উড়ে যায় কোন সে দূরে যায় গো যায়,
মুগ্ধ প্রাণে যায় এঁকে—
পাখায় ছায়ার আলিম্পন।
আজ আমার কণ্ঠ ভরে সুর এলো—
আর কাছে আরো আপন হয়ে দূর এলো,
নতুন করে তাই যেন গো আজ নিজেরে পাই গো পাই
প্রাণে আমার পরশ ছোঁয়ায়—
কিছু পাওয়ার শুভক্ষণ॥

'অগ্নিপরীক্ষা' কথাচিত্রের গান

শিল্পী : সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ॥ সুর : অনুপম ঘটক।

জীবন নদীর জোয়ার ভাঁটায়
কত ঢেউ ওঠে পড়ে,
সে হিসাব কভু রাখে কি কালের খেয়া।
কত পথ সে তো পার হয়ে যায়—
পালে তার হাওয়া ভরে।
ওরে ও যাত্রী এই খেয়াতেই
পাড়ি দিতে হবে আজি,
কূল হতে কূলে নিয়ে যেতে তোরে—
নিয়তি সেজেছে মাঝি।
তার কঠিন মুঠি যে চিরদিনই তোর ভাগ্যেরই হাল ধরে।

সমুখে যে তোর হাতছানি দেয়
চির অজানার ডাক,
এই পথে যেতে পিছে পড়ে রবে
জীবনের কত বাঁক।
ওরে ও যাত্রী কে জানে কোথায়
কোন কুলে গিয়ে কবে,
ক্লান্তি না-জানা অকুলের এই—
পথ তোর শেষ হবে।
অতীতেরই শোকে কেন তবু চোখে
শ্রাবণেরই ধারা ঝরে।

'অগ্নিপরীক্ষা' কথাচিত্রের গান।
শিল্পী : সতীনাথ মুখোপাধ্যায় ॥ সুর : অনুপম ঘটক।

মালতী ভ্রমরে করে ঐ কানাকানি,
সেই সুরে মনে হয়
তোমারেই জানি আমি জানি।
মালতী বলে ওগো মিতা—
আমি যে তোমারই জান কি তা;
শোনাও শপথের বাণী।
শুধু গান শুধু হাসি
এই নিয়ে সারা বেলা,
চলে আজ ফাগুনেরই খেলা।
মালতী বলে ওগো প্রিয়—
এ লগন হোক স্মরণীয়,
প্রাণের পরশ দাও আনি।

'বন্ধু' কথাচিত্রের গান।
শিল্পী : হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ॥ সুর : নচিকেতা ঘোষ।

আমার স্বপ্নে দেখা রাজকন্যা থাকে
সাত সাগর আর তের নদীর পারে,
ময়ূরপঙ্খী ভিড়িয়ে দিয়ে সেথা
দেখে এলেম তারে।
সে এক রূপকথারই দেশ—
ফাগুন যেথা হয় না কভু শেষ,
তারারই ফুল পাপড়ি ঝরায়
যেথায় পথের ধারে।
সেই রূপকথারই দেশে
যে রঙ আমি কুড়িয়ে পেলাম প্রাণে
সুর হয়ে তা বাজে আমার গানে।
তাই খুশির সীমা নাই—
বাতাসে তার মধুর ছোঁয়া পাই,
জানিনা আজ হৃদয় কোথায়
হারাই বারে বারে।

'সাগরিকা' কথাচিত্রের গান।
শিল্পী : শ্যামল মিত্র ॥ সুর : রবীন চট্টোপাধ্যায়।

পাখী জানে ফুল কেন ফোটে গো
ফুল জানে পাখী কেন গান গায়,
রাত জানে চাঁদ কেন ওঠে গো
চাঁদ জানে রাত কার পানে চায়।
সুর আসে তাই বুঝি বাঁশীতে—
মন চায় সেই সুরে হাসিতে,

নদী চায় সাগরে যে মিশিতে
সাগর নদীরে তাই কাছে পায়।
কেন তবে ওঠে ঝড় হায় হায় গো,
খেলাঘর কেন ভেঙে যায় যায় গো।
সীমার বাধনে আমারে বাঁধিতে চাও—
যত খেলা মোর নীরবে সাধিতে দাও,
ধুলির যা আছে ধুলিতেই থাক পড়ে
ঝরা মালা মোর রেখে গেনু তব পায়॥

'সাগরিকা' কথাচিত্রের গান।
শিল্পী : সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ॥ সুর : রবীন চট্টোপাধ্যায়।

ঝনক ঝনক কনক কাঁকন বাজে,
নতুন নতুন কুঁড়ি ফোটে লাজে।
এবার আমায় জাগিয়ে দাও—
বাঁশীতে সুর লাগিয়ে দাও,
কিসের সাড়া পেলাম জানিনা যে।
তোমার কুহুর ঘুম-ভাঙানো শিশে,
আমাব প্রাণের সুর ঝরানো
কূজন আছে মিশে।
হৃদয় আমার দুলিয়ে দাও—
তোমার ছোঁয়ায় ভুলিয়ে দাও,
নতুন আলো ছড়াও প্রাণের মাঝে॥

'ইন্দ্রাণী' কথাচিত্রের গান।
শিল্পী : গীতা দত্ত ॥ সুর : নচিকেতা ঘোষ।

যে অতিথি এসেছিল মোর এই দ্বারে—
পারিনি তো এত করে ঠাঁই দিতে তারে,
মনের কথাটি মোর হল যেন মেঘে ঢাকা চাঁদ।
যে মালা গেঁথেছি তারে পরাতে,
ফুলগুলি জানি তার হবে ঝরাতে।
কে আমায় বলে দেবে কোন পথে যাবো,
কোথা গেলে এতটুকু সান্ত্বনা পাবো—
সহিতে হবে হে তবু সীমাহীন এই অবসাদ।

'অগ্নিসংস্কার' কথাচিত্রের গান।
শিল্পী : সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ॥ সুর : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

মোর ভীরু সে কৃষ্ণকলি
কেন ফুটিয়া ঝরিতে চায় রে,
কেন কৃষ্ণ অলির গুঞ্জন শুনে
মরমে মরিতে চায় রে।
এই সংশয় কেন যায় না—
পেয়ে তবু মন পায় না,
মোর ফাগুনের বেলা অকারণে কেন
শ্রাবণে ভরিতে চায় রে।
মিলন পিয়াসে সাজায়ে বাসর শয্যা,
বলি বলি করি গোপন কথাটি
বলিতে কেন গো লজ্জা।

কেন এ আঁধার শেষ হয় না—
এই জ্বালা আর সয় না,
জয় করা মালা ভয়ে ভয়ে মন
কণ্ঠে পরিতে চায় রে।

'চন্দ্রনাথ' কথাচিত্রের গান।
শিল্পী : সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ॥ সুর : রবীন চট্টোপাধ্যায়।

ঘুম ঘুম চাঁদ ঝিকিমিকি তারা
এই মাধবী রাত,
আসেনি ত' বুঝি আর,
জীবনে আমার।
এই চাঁদের তিথিরে বরণ করি,
এই মধুর তিথিরে স্মরণ করি।
ওগো মায়াভরা রাত—
(আর) ওগো মায়াবিনী চাঁদ।
বাতাসের সুরে শুনেছি বাঁশী তার,
ফুলে ফুলে ঐ ছড়ান যে হাসি তার।
সব কথা গান সুরে সুরে যেন রূপকথা হয়ে যায়,
ফুল ঋতু আজ এল বুঝি মোর
জীবনের ফুলছায়।
কোথায় সে কত দূরে জানিনা ভেসে যাই,
মনে মনে যেন স্বপ্নের দেশে যাই।

'সবার উপরে' কথাচিত্রের গান।
শিল্পী : সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ॥ সুর : রবীন চট্টোপাধ্যায়।

যেখানে পলাশ লালে লাল,
আর তোমার পাশে আমি ওগো
রইবো চিরকাল।
যেখানে শপথ ভরা মিলন দোঁহের—
হবে চিরন্তন।

'ইন্দ্রধনু' কথাচিত্রের গান।
শিল্পী : সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ॥ সুর : রবীন চট্টোপাধ্যায়।

আমায় কৃপা কর হে দয়াময়
তোমার চরণে প্রভু দিয়ো ঠাঁই
জানি তুমি আছ ক্ষমাসুন্দর
পাপের পঙ্কে যদি ডুবে যাই ॥
যে লোহা বঁটিতে কাটে পূজারই ফল,
সে যে ব্যাধের অস্ত্র হয় হিংসারই বল—
পরশ-মণির কাছে কোনদিনও
তাদের যে কোনও ভেদাভেদ নাই ॥
পান করে সকলেই তটিনীর জল,
সে যে নালাতে কভুও কভু নয় নির্মল—
গঙ্গায় মিশে তারা এক হয়ে যায়—
কেন দুটিরে পৃথক করে দেখিতে বা চাই।

'শিকার' কথাচিত্রের গান।
সুর ও শিল্পী : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

মনের কথাটি ওগো বলিতে পারিনি মুখে
দ্বারে এসে ফিরে গেলে তাই,
তোমার আঁখির ছায়া ছিল এ আঁখিতে আঁকা
দেখে তবু চেয়ে দেখ নাই।
যে নদী গভীর হয়—
ঢেউ তাতে নাহি রয়,
তাই মোরে চিনিলে না—
বুকে একি ব্যথা পাই।
এই প্রাণে কেঁদে মরে
না বলা যে কথা,
শুধু তীর বেঁধা পাখি জানে
মোর আকুলতা।
ভেবেছিনু যারে ফুল—
কাঁটাতে সে হল ভুল,
ঝড়েরই আঘাতে মোর
দীপ বলে নিভে যাই।

'যৌতুক' কথাচিত্রের গান।
সুর ও শিল্পী : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

এই যে পথের এই দেখা
হয়তো পথেই শেষ হবে,
তবুও হৃদয় মোর বলে
সঞ্চয় কিছু তো রবে।
ক্ষণেকের এই জানা শোনা—
স্মরণে করে যে আনাগোনা,
তারই সুরে বাজে যেন বাঁশী
মরমেতে জাগে অনুভবে।

তবুও হৃদয় মোর ভাবে—
এ পথ কোথায় নিয়ে যাবে,
আঁধারে হারাই পাছে দিশা।
তাই তারার প্রদীপ জ্বলে নভে

'যৌতুক' কথাচিত্রের গান।
সুর ও শিল্পী : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

কেন দূরে থাকো—
শুধু আড়াল রাখো,
কে তুমি কে তুমি আমায় ডাকো।
মনে হয় তবু বারে বারে—
এই বুঝি এলে মোর দ্বারে,
সে মধুর স্বপ্ন ভেঙ্গোনাকো।
ভাবে মাধবী সুরভি তার বিলায়ে,
যাবে মধুপের সুরে সুরে মিলায়ে।
তোমারেই ধেয়ানে ক্ষণে ক্ষণে-
কত কথা জাগে মোর মনে,
চোখে মোর ফাগুনের ছবিটি আঁকো।

'শেষপর্যন্ত' কথাচিত্রের গান।
সুর ও শিল্পী : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

এই মেঘলা দিনে একলা ঘরে থাকেনা তো মন,
কাছে যাবো কবে পাবো
ওগো তোমার নিমন্ত্রণ।

যূথী বনে ঐ হাওয়া—
করে শুধু আসা যাওয়া,
হায় হায়রে দিন যায়রে
ভরে আঁধারে ভুবন।
শুধু ঝরে ঝরঝর আজ বারি সারাদিন,
আজ যেন মেঘে মেঘে হল মন যে উদাসীন।
আজ আমি ক্ষণে ক্ষণে—
কি যে ভাবি আনমনে,
তুমি আসবে ওগো হাসবে—
কবে হবে সে মিলন।

'শেষপর্যন্ত' কথাচিত্রের গান।
সুর ও শিল্পী : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

এই বালুকা বেলায় আমি লিখেছিনু
একটি সে নাম,
আজ সাগরের ঢেউ দিয়ে
তারে যেন মুছিয়া দিলাম।
কেন তবু বারে বার ভুলে যাই—
আজ মোর কিছু নাই,
ভুলের এ বালুচরে যে বাসর বাঁধা হলো—
জানি তার নেই কোন দাম।
এই সাগরেরি কত রূপ দেখেছি,
কখনও শান্তরূপে কখনও অশান্ত সে
আমি শুধু চেয়ে চেয়ে থেকেছি।

মনে হয় এ তো নয় বালুচর,
আশা তাই বাঁধে ঘর—
দাঁড়ায়ে একেলা শুধু ঢেউ আর ঢেউ গুনি
এ গোনার নেই যে বিরাম।
আজ সব কিছু দিয়ে আমি জানিনা তো কি-বা নিলাম।

'শেষপর্যন্ত' কথাচিত্রের গান।
সুর ও শিল্পী ঃ হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

আকাশের অস্তরাগে—
আমারই স্বপ্ন জাগে,
তাই কি হৃদয়ে দোলা লাগে।
আজ কান পেতে শুনেছি আমি—
মাধবীর কানে কানে কহিছে ভ্রমর,
"আমি তোমারই",
সেই সুরে স্বপ্নের মায়াজাল বুনেছি আমি
মনে হয় এ লগন আসেনি আগে।
এবার বুঝেছি আমি
চাঁদ কেন চেয়ে থাকে চকোরীর পানে,
আমি যে তোমারই ওগো
বলি কানে কানে।
আজ কান পেতে শুনেছি আমি—
সাগরের কানে কানে তটিনী বলে,
"আমি তোমারই",
কি আশায় তিয়াসায় দিন শুধু গুনেছি আমি
বাতাসের বাঁশী বাজে কি অনুরাগে।

'সূর্যমুখী' কথাচিত্রের গান।
শিল্পী ঃ সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়॥ সুর ঃ হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

ও বাঁশীতে ডাকে কে
শুনেছি যে আজ,
মোর পরাণ কাড়িতে চায়
সে রাখাল রাজ।
তার কাছে যেতে যদি কাঁটা বেঁধে পায়,
যদি শাশুড়ী ননদী মুখে কালি দিতে চায়,
তবু নিকটে যাইব তার না মানি সমাজ।
যাক কুল যাক মান
ক্ষতি নাহি তায়,
এ পোড়া পরাণ আমি,
সঁপিব ও পায়।
মিটাইতে সাধ মিছে মানি লোক লাজ।

'সূর্যমুখী' কথাচিত্রের গান।
সুর ও শিল্পী : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

আমি আর যে পারিনা সহিতে,
সীমাহীন পথে ক্লান্তি আমার
কত হবে আর বহিতে।
পথ চেয়ে চেয়ে দীপ নিভে আসে
আমি কাঁদি আর নিয়তি যে হাসে,
তোমার আলোয় নিলে না তো ডেকে
আঁধারে যে দিলে রহিতে।
আমি এতো যে ডেকেছি
এত যে কেঁদেছি ওগো,
দিলে না তো সাড়া এ হৃদয় তাই
পাষাণে বেঁধেছি ওগো।

শুধু পলে পলে ঝরে গেছে মালা।
আমি জানি মোর বুকে কি যে জ্বালা,
ধূপের মতন জ্বেলেছি নিজেরে
পলে পলে শুধু দহিতে।

'সূর্যমুখী' কথাচিত্রের গান।
শিল্পী : সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ॥ সুর : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

না জানি কোন ছন্দে
একি দোলা জাগে,
আজ আমার এত কেন ভাল লাগে।
ঝির ঝির ঝির হাওয়ার দোলা
বনফুলের কুঞ্জে,
গুন গুন সারাবেলা মৌমাছি ঐ গুঞ্জে
মনে হয় এ লগন আসেনি তো আগে।
ওরে ও পলাশ পারুল তোরা শোন্,
হায় হারিয়ে গেছে আমার মন,
আকাশে বাতাসে তাই একি দোলা লাগে।
রিম্ ঝিম্ ঝিম্ নেশা লাগে
মহুল ফুলের গন্ধে,
দোল দোল দোলে কার নূপুরের
সুর বাজে ছন্দে—
এ জীবন ভ'রে ওঠে তাই অনুরাগে॥

'শিকার' কথাচিত্রের গান।
শিল্পী : সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ॥ সুর : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

সরমে জড়ানো আঁখি
মুখপানে মেলে রাখি,
বল কিছু আমি শুনি—
আবেশে হৃদয় পাবার মোহে
স্বপ্নের জাল বুনি।
যায় যদি যায় রাত যাক না—
তবু হাতের পরশ হাতে থাক না,
শোনাব তোমায় আমার গানে
স্বপনের ফাল্গুনি।
তুমি শোনাবে আমি শুনব—
তুমি দোলাবে আমি দুলব,
তোমার হাসি তোমার ছোঁয়ায়
চিরদিনেই ভুলব।
মুখপানে চেয়ে তুমি হাসলে—
মনে হয় বুঝি ভালবাসলে,
নারবে না হয় দুজনে মিলে
আকাশের তারা গুনি।

'শিকার' কথাচিত্রের গান।
শিল্পী : সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ॥ সুর : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

আমার জীবনে নেই আলো
আছে আলেয়ার হাতছানি,
বলিতে পারি না মুখে কিছু—
আমারে বোঝনা তাও জানি।

ঝরে যাওয়া মালা শুধু জানে গো—
কি যে ব্যথা বাজে এই প্রাণে গো,
যে প্রদীপ নিভে যায় আঁধারে
সে যে আমার ভাগ্য নেয় মানি।
সমুখের পথে তুমি চলিতে
যে ছায়াটি পিছনেতে রেখে যাও,
তারই মাঝে মিশে আমি থাকি গো
তাই আমারে দেখিতে তুমি নাহি পাও।
যে স্রোত নদীতে ঐ বহে যায়—
তার দুটি তীরে দুটি কুল আছে হায়,
সেই স্রোত কার মন রাখে গো
তীরে দুটি কুল নিতে চায় টানি॥

'সূর্যতোরণ' কথাচিত্রের গান।
শিল্পী : সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়॥ সুর : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

তুমি তো জানো না
আমার এ হাসিতে কত ব্যথা ঢেকে রেখেছি,
তোমারেই আমি যে
আমার এ বাঁশীতে কতবার কত ডেকেছি।
আকাশে যে রামধনু জাগে—
জানি আকাশেই তারে ভাল লাগে,
মিছেই তারি স্বপনে
রঙে রঙে ছবি এঁকেছি।

কত নদী মরুতে হারায়
ছিঁড়ে যায় কত ফুলডোর,
ওগো না জ্বলিতে নেভে কত দ্বীপ
শুধু সেইটুকু সান্ত্বনা মোর।
পুড়ে মরে যদি প্রজাপতি—
তাতে প্রদীপের কিবা বল ক্ষতি,
তাই তো নিজেরে লুকায়ে
দূরে দূরে সরে থেকেছি।

'সূর্যতোরণ' কথাচিত্রের গান।
সুর ও শিল্পী : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

নওল কিশোরী গো
কিবা রূপ পেখনু আজ,
থির বিজুরী ঐ
নয়ানে বয়ানে একি লাজ।
ও তো আঁখি নয় ওগো ললিতে—
দুটি ভ্রমর বসেছে যেন দুটি কলিতে,
লাগিছে মধুর তব এই নব সাজ।
নিলাজ বাঁশীর ডাকে ইতি-উতি চাও,
ময়ূরী হেলায়ে গ্রীবা বলে কোথা যাও,
জলকে যাওয়া নয় এতো ছলনা—
কত চতুরালী জানো তুমি ওগো ললনা,
জীবনে আসেনি আগে এই ভরা সাঁঝ

'কুহক' কথাচিত্রের গান।
সুর ও শিল্পী : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

এই রাত তোমার আমার—
ঐ চাঁদ তোমার আমার,
শুধু দুজনের।
এই রাত শুধু যে গানের—
এই ক্ষণ এ দুটি প্রাণের,
কুহু কূজনের।
এই রাত তোমার আমার।
তুমি আছো—আমি আছি তাই—
অনুভবে তোমারে যে পাই,
এই রাত তোমার আমার
ঐ চাঁদ তোমার আমার ॥

'দীপ জ্বেলে যাই' কথাচিত্রের গান।
সুর ও শিল্পী : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

তোমার দুটি চোখে
ঐ যে মিষ্টি হাসি,
আমায় কাছে ডেকে
বলে ভালবাসি।
তোমার আমার জীবনে আর
এই রাত কি আসবে,
আমায় তুমি আগের মত
আর কি ভালবাসবে—
কেন বাজাও মায়া বাঁশী।
সোনার হরিণ পালিয়ে বেড়ায়
ধরা তারে যায় কি,

বদ্ধ খাঁচায় বন্দী পাখী
আকাশ তারে পায় কি—
কাছে ডাকো আজ থাকো পাশাপাশি।

'সোনার হরিণ' কথাচিত্রের গান।
শিল্পী : গীতা দত্ত ॥ সুর : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

শুধু একটুখানি চাওয়া—
আর একটুখানি পাওয়া,
সেই আবেশে হোক্‌না মধুর
আমার এ গান গাওয়া।
নদী যেমন করে এসে
নীল সাগরে মেশে
তেমন করেই তোমার মাঝে
আমার মিশে যাওয়া।
জানিনা কোথায় ভেসে যাই,
কোন সে দূরে আজ দুজনে
হারিয়ে যেতে চাই।
কোন্ সে কুলে শেষ হবে এই
সোনার তরী বাওয়া।
এই স্বপ্ন ভরা দেশে,
যাক্‌না কেন হেসে,
নতুন গানের স্বরলিপি
লেখে দখিণ হাওয়া
ছন্দে তারই হোক্‌না মধুর
তোমায় কাছে পাওয়া।

'লুকোচুরি' কথাচিত্রের গান।
শিল্পী : গীতা দত্ত ॥ সুর : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

আজ আছি কাল কোথায় রব—
কোথায় রব কে জানে,
কাল কি হবে তাই ভেবে আজ
মিছেই কেন আকুল হব।
আনন্দ আর গানে গানে
এই ক'টি দিন কাটিয়ে যাও,
জীবনেরি পানশালাতে
উৎসবে প্রাণ মিশিয়ে নাও।
ক্ষণিক হলেও দুজনারে
দুজন চিনে লব।
তুমি আমি রব না কেউ
আয়ুর প্রদীপ হবেই ক্ষীণ,
তাই তো বলি হেসে খেলে
মন ভরিয়ে যাক না দিন।
আছি দুজন সবার চেয়ে
এই তো অভিনব।

'অগ্নিপরীক্ষা' কথাচিত্রের গান।
শিল্পী ঃ আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ সুর ঃ অনুপম ঘটক।

কেউ নয় সাহেব বিবি
নয় কেউ গোলাম ভাই,
সবই যে তাসেরই খেল
এই আছে আর এই তো নাই
(কেন) ওরা পাবে সেলাম শুধু
তুমি আমি দয়াই পাই।
(বল) বকশিস চাইনা মালিক
হিসাবের পাওনা চাই।

ডর কেন তুফান দেখে
আশমান হবেই রে নীল,
বাঁকা চোরা পথে কেন
চোট্ খেয়ে হারাস রে দিল্ ।
আঁখি দীপে দেনা জ্বেলে
হিম্মতেরই রোশনাই ।
কালো ঐ মেঘের ফাঁকে
লুকিয়ে আছে রে ভোর,
সমুখের পথের বাঁকে
মিলবে মাণিক রে তোর ।
দুনিয়ায় সবার মত
তোমার আমার আছে রে ঠাঁই ॥

'পৃথিবী আমারে চায়' কথাচিত্রের গান ।
শিল্পী : শ্যামল মিত্র ও আঁলপনা বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ সুর : নচিকেতা ঘোষ

ও ময়না কথা কও,
কেন চুপটি করে রও—
তবু দাঁড়ের পোষা ময়না কথা কয়না রে ।
হেথায় আকাশ তো নয় নীল—
হেথা খাঁচায় আঁটা খিল,
এই বন্ধ দ্বারের আঁধারে মন রয়না রে ।
ওরে ময়নারে তুই ভুলে গেলি গান কি—
সাথীহারা হয়ে কাঁদে প্রাণ কি ?
তোর পায়ের বেড়ী খুলে দিতে—
দয়া কারো হয়না রে ।

এই সোনাদানায় চায়নারে মন ভুলতে—
এই ময়না যে চায় পায়ের বেড়ী খুলতে,
এই শেখা বুলির ছড়া কাটা—
আর যে প্রাণে সয়না রে ॥

'সাথীহারা' কথাচিত্রের গান ॥
সুর ও শিল্পী : হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ।

জাদুভরা ঐ বাঁশী বাজালে কেন,
খোঁপাটি দোপাটি ফুলে সাজালে কেন ।
ও দুলালী মন ভুলালী—
এক ফালি বাঁকা চাঁদ উঠেছে দেখ
গরবী কববী ঐ ফুটেছে দেখ,
ঝির ঝির হাওয়ায় আনমনে
ঝাউয়ের ঝালর ঐ দোলে,
রিনিকি ঝিনিকি বাজে লাজুক কাঁকন
চরণে নূপুর সুর তোলে ।
ঝিকিমিলি তারাজ্বলা এ রাতে শুনি—
কে যেন কহিছে পিউ কাঁহা,
রয়েছি কাছে তবু দেখনি যেন
কত ঢং জানো তুমি আহা ।

'সাথীহারা' কথাচিত্রের গান ।
শিল্পী : গীতা দত্ত ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ॥ সুর : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

কাজল কাজল চোখে ঐ
বন ময়ূরী নাচে ।
মান কোরনা কন্যা তুমি মুখ ফিরিয়ে নিও না
এস আমার কাছে ।

ও কন্যা বাঁধোনি তো মেঘবরণ চুল,
তুই কানেতে দোলেনা তো ঝুমকো লতার তুল—
বেশ করেছি তোমার কি।
তোমার জ্বালায় পরাণ আমার
একটুও কি বাঁচে !
বোলনা আর আড়ি,
এই দেখনা হাটের থেকে
এনেছি লাল শাড়ি।
উঃ দেখতে আমার বয়েই গেছে ভারি।
হাটে যদি হারিয়ে যেতাম
তোমার হত কি ?
পুরুষ হয়ে বলতে মুখে
বাঁধেনা তো ছিঃ।
দূর ! হারিয়ে যাব কোন দুঃখে—
এই দুনিয়ায় তোমার মত—
কন্যা যখন আছে।

'সাথীহারা' কথাচিত্রের গান।
শিল্পী : হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও গীতা দত্ত ॥ স্বর : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

বাঁশী বুঝি সেই সুরে
আর ডাকবে না,
ফাগুনের সেই দিনগুলি কি
আর থাকবে না।

দোল দোল মহুয়ার নেশা আর জাগে না,
গুন গুন ভোমরার গান ভাল লাগে না—
জোনাকীরা দীপ জ্বেলে
আর রাখবেনা—।
রিম ঝিম নূপুরের বোল আর বাজে না,
রঙ রঙ পলাশের রঙে মন সাজে না—
বনছায়া ফুলে ফুলে
আর ঢাকবে না।

'সাথীহারা কথাচিত্রের' গান।
শিল্পী : গীতা দত্ত ॥ সুর : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

কান্দো কেনে মন রে,
আঁধার আলোর এই যে খেলা
এই তা জীবন রে।
সূয্যি আছে চান্দা আছে—
কুসুমেতে ভোমরা নাচে,
গ্রীষ্ম আছে ফাগুন আছে
আছেরে শ্রাবণ।
আলতা আছে সিন্দুর আছে—
কুসুমেতে ভোমরা নাচে,
ডাগর চোখের কাজলেতে—
আছেরে স্বপন।

কান্না আছে আছে হাসি—
বুকে আছে শ্যামের বাঁশী,
চোখের মাঝে আছে ওরে
কাশী বৃন্দাবন।

'অসমাপ্ত' কথাচিত্রের গান।
শিল্পী : হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ॥ সুর : নচিকেতা ঘোষ।

পূর্ণিমা নয় এ যেন রাহুর গ্রাস,
এ যেন গো সেই মরুতে হারানো
নদীর দীরঘশাস।
এ হাসি শুধু যে কাঁদার—
আলো নয় এতো আঁধার,
মুকুলেই যেন ফুরালো ফুলের
ফুটিবার অভিলাষ।
প্রদীপেরে ভালবেসে প্রজাপতি শুধু জ্বলে,
জানি চিরদিনই প্রেমের এ খেলা চলে।
আকাশের ঝরা তারায়—
যে হাসি নীরবে হারায়,
জানি তারই মাঝে জেগে রয় শুধু
নিয়তির পরিহাস।

'অসমাপ্ত' কথাচিত্রের গান।
শিল্পী : লতা মুঙ্গেশকার ॥ সুর : নচিকেতা ঘোষ।

আমি হিসাব মিলাতে পারিনি,—
হাসি চেয়েছি ব্যথা পেয়েছি
ওগো, তবুও আমি যে হারিনি।
কতবার দীপ জ্বেলেছি
সে তো হাওয়ায় হাওয়ায় নেভে গো,
বল গো নিঠুর নিয়তি
আর কত ব্যথা তুমি দেবে গো।
তীরে এসেছি তরী ডুবেছে—
আমি, তবুও যে আশা ছাড়িনি।
পারিনি যে তবু জানাতে
বাজে মরমে কত সে বেদনা,
শুধু যে লুকায়ে কেঁদেছি
কেউ বলেনি তবু কেঁদনা।
চেয়ে দেখেছি ফুল হেসেছে—
আমি তবুও সে হাসি কাড়িনি।

'মধ্যরাতের তারা' কথাচিত্রের গান
সুর ও শিল্পী : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

আমি আঙ্গুল কাটিয়া কলম বানাই
চক্ষের জলে কালি,
আর পাজর ছিঁড়িয়া লিখি এই কথা
পিরীতি যে চোরাবালি।
দীরঘশাস যে কাগজ বন্ধু
দুঃখ আখর তারই,
মাথার কিরা সে লিখনের ভাষা
আমিই লিখিতে পারি—

সে ভাব বুঝিতে সে ভাষা পড়িতে

মোর বন্ধুয়াই জানে খালি।

হায় ধ্যান জ্ঞান মোর নাইরে

সবাই মুখ্যু আমারে কয়,

তোমরাই বল বল গো

এই পত্র লিখিতে বিদ্যা শিখিতে

পুঁথি কি পড়িতে হয় ?

বিরহ যে তার শিরোনামা ওগো

জানিনা বধুর নাম,

তাই যে গো হায় পারি না লিখিতে

কি তার ঠিকানা ধাম।

সে যদি না পড়ে এ প্রাণ লিখন

বিধি চিতায় দাও গো জ্বালি।

'নবজন্ম' কথাচিত্রের গান।

শিল্পী : ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য ॥ সুর : নচিকেতা ঘোষ।

সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ হে তুমি

প্রাণে প্রাণে পঞ্চপ্রদীপ জ্বালো।

বিষের ভাণ্ড যে হাতে

সেই হাতে তোমার প্রভু অমৃত ঢালো।

প্রভু তোমারই এ নিখিলে

আমার আমার বলে

কেন হয় মন পাপে কালো।

তুমি যে আমার অন্তরযামী
সুন্দর আনন্দ ওগো।
তুমি যে আমার অশ্রু মুছায়ে
ঘুচাও সকল দ্বন্দ্ব ওগো।

'ভালবাসা' কথাচিত্রের গান।
শিল্পী : সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ॥ সুর : নচিকেতা ঘোষ।

যদি কোনদিন ঝরা বকুলের গন্ধে
হও তুমি আনমনা।
জেনো ওগো গরবিনী,
এ নহে সুরভি এ যেন গো সেই—
মিলন তিথির কামনা।
রাত জাগা এক পাখী
হয়তো সেদিন হারানো সাথীরে
কাঁদিয়া ফিরিবে ডাকি।
সে নহে কূজন, সে যেন গো এই
মিলন তিথির কামনা।
কোন উতলা মাধবী রাতে
স্মৃতি যদি ব্যথা আনে
তুমি কেঁদোনা অভিমানে।
যদি কোন অবসরে
কিছু ব্যথা আর কিছু গান লয়ে
বাতাস বিলাপ করে।
সে নহে রোদন সে যেন গো এই
মিলন তিথির কামনা।

'ইন্দ্রধনু' কথাচিত্রের গান।
শিল্পী : হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ॥ সুর : রবীন চট্টোপাধ্যায়

জানিনা এ মালা কার গলে পরাব
আর মন ভরাব।
এই মধু মাসে,
যদি বঁধু আসে
পায়ে তার এ মালার ফুল ঝরাব।
এ তো মালা নয় মন মোর
দেব গো যারে
সে যে রয় অলখে,
আঁখির পলকে তার স্বপন ঝলকে।
একি দোলা জাগে—
আজ অনুরাগে,
আঁখিছায়ায় আবেশের রঙ ছড়াবো।

'দেবী মালিনী' কথাচিত্রের গান।
শিল্পী ঃ সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ॥ সুর ঃ রবীন চট্টোপাধ্যায়।

আমি শুধু ভাঙি জানিনা তো গড়িতে,
ঝড়ের আঘাতে মোর প্রেম জানে
ফুলের মতন ঝরিতে।
আমি প্রলয়ের বাঁশী—
আমি মেঘের অট্টহাসি,
রাঙা কামনার বহ্নি জ্বালায়—
অন্তর জানি ভরিতে।
জ্বলে পুড়ে যাক মিথ্যা মায়ার মোহ,
শেষ করে দেব এই জীবনের
যত কিছু সমারোহ।

আমি আলেয়ার হাতছানি—
আমি প্রদীপ নেভাতে জানি,
বিষ ভৃঙ্গারে সুধা শৃঙ্গার
অধরে জানি গো ধরিতে।

'দেবী মালিনী' কথাচিত্রের গান।
শিল্পী : সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ॥ সুর : রবীন চট্টোপাধ্যায়।

এই মায়াবী তিথি—
এই মধুর গীতি,
আর কি পাবো কোনদিন বল না
ওগো একটি রাতের অতিথি।
দূরে দূরে থাকো কেন বল না—
সয়না গো তোমারই এ ছলনা,
বুঝিনা একি রীতি।
চাও কি গো এ ভরা ফাগুনে—
পুড়ে মরি মরমের আগুনে,
কারে দেব এ প্রীতি।

'সোনার হরিণ' কথাচিত্রের গান।
শিল্পী : গীতা দত্ত ॥ সুর : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

আজ এইতো প্রথম এমন ক'রে
আমার কাছে এলে,
আকাশ বুঝি তারার প্রদীপ
তাই দিল গো জ্বেলে।

পাখী বলে, আমি দিলাম গান—
সুরে সুরে ভরিয়ে তোলো প্রাণ,
ঐ ছড়িয়ে খুশি কি খেলা আজ
বাতাস গেল খেলে।
যেমন ক'রে ভুবন ভরে ফাগুন বেলা আসে,
তারই মত এলে ওগো বন্ধু আমার পাশে।
আমার মালা বলে, কণ্ঠে পেয়ে ঠাঁই
আমি যে আজ ধন্য হতে চাই।
এই লগনে আজ তুমি কি তার
আভাস কিছু পেলে।

'ইন্দ্রধনু' কথাচিত্রের গান।
শিল্পী : সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ॥ সুর : রবীন চট্টোপাধ্যায়।

ঝিরি ঝিরি পিয়ালের ঠাণ্ডা ছায়াতে আজ
বন ময়ূরের নাচ দেখতে যাব,
লাল লাল শিমুলের অনুরাগে ভরা রঙ
অন্তরে আজ আমি কুড়িয়ে পাব
আকাশের নীল সীমা ছাড়িয়ে—
খেয়ালী এ মন যাক হারিয়ে,
ঝিম্ ঝিম্ নেশা লাগা ভ্রমরের মত আজ
মহুল আর মহুয়ার মধু যে খাব।
ওগো বউ কথা কও
তুমি মিছেই শুধাও,
আমি নিজেই জানিনা মোর ময়ূরপঙ্খী মন
কোথায় উধাও।

কৃষ্ণচূড়ার কুঁড়ি কুড়ায়ে—
হাওয়ায় আঁচল দেব উড়ায়ে,
নীলকণ্ঠের সুরে কণ্ঠ মিলায়ে আজ
সারাবেলা শুধু গান যে গাব

'ত্রিযামা' কথাচিত্রের গান।
শিল্পী : সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ॥ সুর : নচিকেতা ঘোষ।

পাখীর কূজন শুনে আর রাতের তারা গুনে
আবেশে মন ভরে থাক না,
সোনালী এ দিন যায় রূপালী এ রাত যায়
তারা স্বপ্নে ফুরিয়ে যাক—যাক না।
আজ প্রাণের কথা গানের কথায় রঙ ঝরাক—
ফুলের কানে নিমন্ত্রণের সুর ছড়াক,
ছন্দে সুরে সুদূর ঐ ডাকে আমায় দূরে
কোন প্রজাপতির ব্যাকুল দুটি পাখনা।
মোর ভাল লাগাতে এই চমক জাগাতে
কোন ফাগুন এল আজ জানিনা,
তাই কোন বাধা কোন লাজ মানিনা।
আজ কামরাঙ্গা বন অনুরাগে মন রাঙায়—
কোন কামনারই ছোঁয়ায় আমার ঘুম ভাঙায়,
অলির পাখায় উড়ে আর ফুলের পাড়া ঘুরে
এই হৃদয় আমার খুশির পরশ পাক না।

'ত্রিযামা' কথাচিত্রের গান।
শিল্পী : সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ॥ সুর : নচিকেতা ঘোষ।

মাটিতে চন্দ্রমল্লিকা আকাশে চন্দ্রকলা,
পৃথিবী যখন ঘুমায় তাদের
শুরু হয় কথা বলা।
'চন্দ্রমল্লিকা গো'
চুপে চুপে ঐ চন্দ্রকলা যে বলে,
'তোমার হাসির মাধুরী আমার
বুকের আলোতে জ্বলে।
হল যে ধন্য মোর প্রদীপের
সারারাত ধরে জ্বলা।'
দুটি হৃদয়ের শপথ ভরানো সুরে
উলু দেয় ঐ নীড়ে জেগে থাকা পাখী,
স্বপ্ন পিয়াসে ঐ তো তাদের
ঘুমে ঢুলু ঢুলু আঁখি।
'চন্দ্রকলা গো শোন'
কহিছে চন্দ্রমল্লিকা ঐ হেসে—
'আমি যে ধন্য মোর হাসি যবে
তোমার হাসিতে মেশে,
দুজনার পানে চেয়ে থেমে গেছে
নিশীথের পথ চলা।'

'ত্রিযামা' কথাচিত্রের গান।
শিল্পী : সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ॥ সুর : নচিকেতা ঘোষ।

যদি ভুল ক'রে ভুল মধুর হল
মন কেন মানে না,
কেন একটু ছোঁয়া দোলায় আমায়
কেউ তো জানে না।

আজ হারিয়ে যেতে তবে কিসেয় বাধা
যদি এ ভুল হল গো ভালো,
আঁধারে সে আলো।
আহা তাই এ বাঁশী খুঁজে পায় কি হাসি
সুরে আজ পড়ে সে বাঁধা,
তবে ফাগুন কেন দেখেও আমায়
কাছে তাব টানে না।
কেন সে আমায় আজ এমন ক'রে
ডাক দিয়ে ঐ যায়,
তারি সুরে হৃদয় আমার
ব্যাকুল হতে চায়।
এই একটু খুশি এই একটু নেশা
কেন ভোলালো আমায়,
আর দোলালো আমায়।
বল একি মায়া মোর আঁখিছায়া
স্বপ্নে যেন মেশা,
তবু আমায় দেবার হৃদয় নিয়ে
কেন সে মালা আনে না।

'অগ্নিপরীক্ষা' কথাচিত্রের গান।
শিল্পী ঃ সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ॥ সুর ঃ অনুপম ঘটক।

প্রভু, তোমার আলোরে তুমি কেড়ে নাও
কি কার বলার আছে,
তবু ভগবান শুধাই তোমার কাছে।

আলো দিয়ে যদি দিলে এ আঁখিরে
দেখিবার অধিকার
তারেই কেন গো অন্ধ করিয়া
আসে এ অন্ধকার।
প্রভু মরণের মাঝে এ জীবন কেন বাঁচে,
ওগো ভগবান শুধাই তোমার কাছে
তব ইশারায় আঁধার রাত্রি হাতছানি দিয়ে ডাকে
তুমি শেষ করে দাও বেলা,—
ওগো ভগবান এ কেমন তব খেলা।
তবে কিগো এই আঁধারের মাঝে
হবে আজ সব শেষ,
যে রাত ঘুমায় মনে হয় যেন
মরণেরই কালো বেশ।
তৃষিত হৃদয় আলোরে যে প্রভু যাচে।

'অনুপমা' কথাচিত্রের গান।
শিল্পী : সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ॥ সুর : অনুপম ঘটক।

ঐ রামধনুকের স্বপ্ন আঁকা প্রজাপতির পাখা
পাখা যে ঐ দোল দুলিয়ে যায়,
আমার রাঙা পলাশ ফুলের বন
ভরেনা তায়।
বলে আমারই এ রূপের আলো—
তোমার সুরের চেয়ে অনেক ভালো,
আমার পানে যে জন শুধু অবাক চোখে চায়
আমার প্রাণের রঙমহলে পথ সে খুঁজে পায়
শুধু সেই তো আমায় পায়।

মোর ওজনটা যে হল ভারি
মাটিতে পড়লাম শূন্য ছাড়ি
মোর পাল্লা পড়ল নুয়ে
চিৎপটাং হলাম ভুঁয়ে
সেই থেকে পৃথিবীতে হল যে মোর স্থান।
সে আর জানে বল ক'জন
প্রভু গো হাল্কা হ'ল তোমার ওজন
ঠাকুর তুমি পলকা
তোমার ওজন হাল্কা
তাইতো তুমি তুড়ি লাফে পৌছে গেলে আসমান।
প্রভু এই দেহে পরাণটা ভরে
সেই একবার গড়েছিলে মোরে
কিন্তু যতবার মনে করি
আমি যে তোমায় গড়ি
তাইতো আমি তোমার চেয়ে অনেক শক্তিমান।

'ভানু পেলো লটারী' কথাচিত্রের গান।
শিল্পী : শ্যামল মিত্র (ছবিতে) ; মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায (রেকর্ডে)॥
সুর : নচিকেতা ঘোষ।

তারার চোখে ঘুম নেমেছে
রাতও ঘুমায় ঐ
খুঁজি তোমায় চাঁদ যে শুধায়
হায় গো তুমি কই॥
জানিনা কে কাঁদায় মোরে,
মালা কেন যায় গো ঝরে—
তবুও আমি বাসরে একা একা জেগে রই॥

ঝরায় পাতা ব্যাকুল বাতাস
বকুল বনে গো,
আহা তার সেই হাহাকার
বাজে মনে গো।
বুঝিনা তো কি যে ভেবে—
ক্লান্ত হয়ে প্রদীপ নেভে,
তবুও যেন নীরবে হাসিমুখে ব্যথা সই।

'জয় মা কালী বোর্ডিং' কথাচিত্রের গান।
সুর ও শিল্পী : শ্যামল মিত্র।

তারে অনুনয় করে বলেছি যেওনা
যেওনা শপথ লাগে,
আন গলে তবু দিল সে তো মালা
আমারি আঁখির আগে।
ফিরে সে তো আর চেয়ে দেখে নাই
ধুলায় মিশেছে গরবিনী রাই,
এই তো প্রথম বুঝেছি জীবনে—
কি যে জ্বালা অনুরাগে।
প্রথমে মিনতি তারপরে তারে
কঠোর শাসন ক'রে,
বলেছি যেওনা তবুও যে তারে
রাখিতে পারিনি ধ'রে।
জানে নাই বঁধু সে নহে শাসন—
পরাণ দেউলে তার যে আসন,
সে যে দেউল পিরীত ধুপের—
বেদনা নীরবে জাগে॥

'শুন বরনারী' কথাচিত্রের গান।
শিল্পী : হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ॥ সুর : রবীন চট্টোপাধ্যায়।

কে গো তুমি ডাকিলে আমারে,
তারার প্রদীপ আকাশ পারে—
জ্বেলে দিয়ে যাও এ আঁধারে ॥
কত কথা কত সে সুরে
আজ আমায় ভরেছো,
এই ক্ষণে তুমি যে মোরে
কত মধুর করেছো।
চিনেছি যেন অজানারে ॥
না-বলা কথাটি যদি কোনদিন বুকে বাজে,
আমি মিশে রবো তবু
তোমার মাঝে।
কত আলো কত যে রঙে
এই ভুবন সাজালে—
তুমি যেন বাঁশীর সুরে
মোর এ গান বাজালে।
দেখেছি যেন অদেখারে ॥

'গলি থেকে রাজপথ' কথাচিত্রের গান।
শিল্পী : আশা ভোঁসলে ॥ সুর : সুধীন দাশগুপ্ত।

পাল তুলে দিনু পাড়ি
যেতেই হবে।
কাণ্ডারী ওগো তুমি
পাশেতে রবে ॥

বিভাবরী অবসান—
অসীমে মিলিল প্রাণ
রবিকর হাসে ঐ দূর নভে ॥

'যদুভট্ট' কথাচিত্রের গান।
শিল্পী : প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ সুর : জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ

এস খেলি প্রেম প্রেম খেলা
হোক শ্রাবণের দিন তবু মনে করো
এ তো ফাগুনের বেলা।
এই খেলায় নেই ব্যথা নেই অনুশোচনা
ভেবে নাও গ্রীষ্মের রৌদ্রটা জ্যোছনা
সেই ক্ষণে মনে মনে তোমাতে আমাতে
বেয়ে যাই বেয়ে যাই স্বপ্নের ভেলা।
কাক যদি ডেকে ডেকে বিঁধে ভবে দুটি প্রাণ
ভেবে নিতে হবে সে তো কোকিলের কুহু তান।
সেই ক্ষণে তুমি আমি দুজনেই রয়েছি
হাতে হাত চোখে চোখ মেলা।
জুলিয়েট ভেবে মোরে তুমি হও রোমিও
বিরহের ঝটকায় কভু নাহি দমিও
বেশ লাগে মাঝে মাঝে ঝাল ঝাল টক নুন
অনুরাগে কিছু অবহেলা।

'ভানু পেলো লটারী' কথাচিত্রের গান।
শিল্পী : নীলিমা সেনগুপ্তা ॥ সুর : নচিকেতা ঘোষ।

ওরা ঘুমায় আবার জাগে—
ওরা স্বপ্ন যে দেখে কত,
ওরা আকাশ, বাতাস, চাঁদ, তারা, ফুল—
সুখী কে ওদের মত ॥
ওরা কানে কানে বলে—
কেন জেগে আছো তুমিও ঘুমাও,
আমি ঘুমাতে পারি না তাও—
শুধু ভাবি, আর ভাবি, ভাবি অবিরত ॥
আমার পাথর চোখে পলক পড়ে না,
আমার ক্লান্তি যত ঘুমের নিবিড়
ছায়ায় ভরে না ॥
আমি বলি ওগো ঘুম—
তোমার সোনার কাঠি এ চোখে ছোঁয়াও,
ঘুম বলে সে সোনার দাম আগে দাও
আমি ভাবি, আর ভাবি, ভাবি অবিরত ॥

'ক্ষুধা' কথাচিত্রের গান।
শিল্পী : নির্মলা মিশ্র ॥ সুর : নচিকেতা ঘোষ।

এই সুন্দর রাত্রি আকাশ পারে
তারার প্রদীপ জ্বেলে দিয়ে যায়,
তার স্বপ্ন আবেশে মোর মুগ্ধ নয়ন
আজ যেন কারে খুঁজে পায় ॥
আজ প্রাণে মোর হাওয়া দিল ছন্দ—
ফুল উপহার দিল তার গন্ধ,
শুধু আমার মনের এই নিভৃতে
কোন কবির কবিতা ভাষা চায় ॥

কত স্বপ্নে কত রঙ্গে,

বাঁশি বাজে সারা অঙ্গে।

কোন রূপময় রূপেরই পরশে—

হল মুখরিত মন বীণা হরষে,

এই ফাগুনেরই উচ্ছল প্রহরে

আজ কোন সুরে পাখী ঐ গান গায়।

'অগ্নিসংস্কার' কথাচিত্রের গান।

শিল্পী : সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ॥ সুর : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

ঝরা ফুলে মুখ ঢেকে চেনা পথ দেয় হাতছানি,

মোর মধু-স্মৃতি লয়ে আজও

পাখী বাঁধে নীড়খানি ॥

সবই আছে সেদিনের

আমি শুধু নাই,

ব্যথাভরা এ কথারে সুর দিয়ে যাই ॥

মাধবী বনের ছায়া আজও হায় ডাকে—

চাঁদ তারা মোর পানে চেয়ে চেয়ে থাকে।

ভুলেছি যে গান তারে

কোথা খুঁজে পাই।

আমি শুধু নাই।

আশার সমাধি পাশে সুখ-স্মৃতি কাঁদে,

আলোরে ভুলিয়া মন ছায়া বুকে বাঁধে—

হারালো যে দিন তারে

কেমনে ফিরাই ॥

'দুজনায়' কথাচিত্রের গান।

শিল্পী : মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ॥ সুর : অনিল বিশ্বাস।

আমার সূর্যমুখী তোমার মুখের পানে
শুধু ওগো চেয়ে চেয়ে থাকে,
তোমার সূর্য তবু আমারে দেয় না দেখা
মেঘে মেঘে আলো তার ঢাকে।
সাথীহারা ব্যাকুলতা বাতাসের সুরে কাঁদে
কি যে চাই সে তো তুমি জানো না,
এ আড়াল আর আমি পারিনি সহিতে ওগো
আমি যে তোমারই সে তো মানো না।
মোর হাসি তবু ব্যথা ঢেকে রাখে।
আমার হৃদয় লয়ে শুধু তুমি কর খেলা
তাইতো অলখে থাকো লুকায়ে,
দিয়েছো যে অবহেলা তাই যেন বয়ে বয়ে
আঁখিতে অশ্রু গেছে শুকায়ে।
তবু দাওনা তো সাড়া মোর ডাকে।

'সূর্যমুখী' কথাচিত্রের গান।
শিল্পী : সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ॥ সুর : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

এ আমায় কোথায় নিয়ে এলে ?
যে পাখী আকাশ জুড়ে—
বেড়াত আপনি উড়ে
তারে খাঁচায় দিলে ঠেলে।
এ কেমন ফন্দী করে—
রেখেছ বন্দী করে,
তার দু'চোখের আলো কেড়ে
কি সুখ বলো পেলে ?
এখানে জীবন ভরা অন্ধকার,
প্রাণে তার নেই সে গানের ছন্দ আর।

মনে যার আলোর তৃষা—
আঁধারে হারায় দিশা,
কেমন ক'রে দেবে সে তার
গানের প্রদীপ জ্বেলে।

'পঙ্কতিলক' কথাচিত্রের গান।
শিল্পী : লতা মুঙ্গেশকার ॥ সুর : সুধীন দাশগুপ্ত।

আঁধারে আমি তোমায় খুঁজে মরি,
চলিতে যে হায় কাঁটা বেঁধে পায়
জলে আঁখি যায় গো ভরি।
তনুমন মম বিবশ বিরহে
কাটেনা বিভাবরী।
কেমনে প্রাণ তোমা বিনা রাখি—
মালা মোর যায় যে ঝরি।
জানিনা তো কেন আমারে কাঁদায়ে
সুদূরে গেলে সরি।
গগনে গগনে মত্ত ঘনঘটা
বিজুরী ওই ঝলকে,
সঘনে ডাকে দেয়া পবন উতরোল—
নয়নে বারি ছলকে।
ভরিল আজি যেন নিবিড় মেঘছায়া
ব্যাকুল আঁখি পলকে,
জানিনা তো আজি আমারে কাঁদায়ে
আছ কোথা অলখে।

'বসন্ত বাহার' কথাচিত্রের গান।
শিল্পী : মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ॥ সুর : জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ।

এই পুণ্য প্রভাতে আলোয় ভরেছে প্রাণ
প্রভু তোমারই নামে প্রভু তোমারই নামে,
পাখীর কণ্ঠে জেগেছে নতুন গান
তোমারই নামে প্রভু তোমারই নামে।
পূবব গগনে খুলেছে স্বর্ণদ্বার
প্রভু তোমারই নামে,
ঘুচিল দ্বন্দ্ব মুছিল অন্ধকার
প্রভু তোমারই নামে।
ফুলেরা পবনে সুবভি কবিল দান
প্রভু তোমারই নামে,
বিমল আনন্দে হৃদয় পূর্ণ হোক
প্রভু তোমারই নামে,
গবব বিলাস যত ধূলিতে চূর্ণ হোক
প্রভু তোমারই নামে।
জীবন তটিনী যেন জাগালো গো কলতান
প্রভু তোমারই নামে প্রভু তোমারই নামে।

'অবাক পৃথিবী' কথা'চিত্রেব গান।
শিল্পী : শ্যামল মিত্র ও কোরাস॥ সুর : অমল মুখোপাধ্যায়।

আমরা বাঁধন ছেঁড়ার জয়গানে
নির্মম নির্ভীক উদ্দাম উচ্ছল আমরা,
নেইতো পিছিয়ে যাবার ভয় প্রাণে
দুরন্ত দুর্মদ দুর্বার উচ্ছল আমরা।

দুঃসাহসের নেশা—
এই যে প্রাণে মেশা,
হারিয়ে যেতেই জানি,
বাঁধন নাহি মানি।
দুর্জয় নির্ভয় চঞ্চল আমরা।
অজানারই ডাকে
ঘরে কি মন থাকে ?
চলার নেশায় মাতি,
পথ আমাদের সাথী।
সুন্দর শাশ্বত নির্মল আমরা।

'শেষ পর্যন্ত' কথাচিত্রেব গান।
শিল্পী : অমল মুখোপাধ্যায় ও কোরাস ॥ সুব : হেমন্ত মুখোপাধ্যায।

এই সাঁঝ-ঝরা লগনে আজ
কে ডাকে আমারে,
আমার পথে আশার প্রদীপ
কে সে জ্বালাতে চায়।
আকাশেরই তারায় তারায় ॥
আমার পায়ে লাগবে ধুলো—
তাই ভেবে কি বকুলগুলো,
পথের পাশে এমন করে ঝরে আছে হায় ॥
অভিসারের এপথ আমায়
যেথায় নিয়ে যাবে,
অনেক খোঁজার শেষে তোমার
ঠিকানা কি পাবে।

'পথে হ'ল দেরী' কথাচিত্রের গান।
শিল্পী : সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ॥ সুর : রবীন চট্টোপাধ্যায়।

মিনতি রাখো ঘনশ্যাম,
করোনা ছলনা আর।
তোমারে সঁপিয়া প্রাণ
গেল কুল গেল মান—
ও মধু বাঁশীর ডাকে
কলঙ্কিনী হ'ল নাম॥

'যদুভট্ট' কথাচিত্রের গান।
শিল্পী : তারাপদ চক্রবর্তী॥ সুর : জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ

আমি আঁধার আমি ছায়া,
আমি মরীচিকা মরুমায়া।
(হায়) কোথা পাব পথ ঠিকানা কেউ না বলে।
কাঁদে মোর প্রেম শুধু
আলেয়ার ছলে॥
বুকে মোর মরুতৃষা—
পাই না তো খুঁজে দিশা,
এ মালা আমি পরাব কার গলে।
কত পথিক দূর হতে দেখে চলে যায়,
এ ব্যথা জানাব কারে হায়॥
নিয়তির একি খেলা—
দিল মোরে অবহেলা,
জানিনা তো কেন মোর লাগি
কারও হাতে দীপ নাহি জ্বলে॥

জিঘাংসা' কথাচিত্রের গান।
শিল্পী : সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়॥ সুর : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

বাইরে আমার যা দেখ গো
সবটুকু তার অভিনয়।
আসল সোনা হারিয়ে অঙ্গ
মেকি সোনায় ভরে রয়।
আমার মনের চোখে শ্রাবণ কাঁদে—
বাহির চোখে ফাগুন গো।
আমার মন জ্বালাতে জ্বলে যেন,
রূপেরই এই আগুন গো।
আমার হাতেরই এই ফুলের মালা—
কাঁটারই সেই জ্বালা বয়।
চলে প্রেমের·হাটে রূপ বিকিয়ে
আমার বেচা-কেনা,
জগৎটারে চিনে আমি
নইতো কারো চেনা।
ভোগের বাসর সাজিয়ে হাসি
ধার করা এই মুখে গো,
তুমি তো এক জননী সে
কাঁদে আমার বুকে গো।
শুধু সান্ত্বনা মোর আমার ভিতের
মাটিতে মার পূজো হয়।

'আশায় বাঁধিনু ঘর' কথাচিত্রের গান।
শিল্পী : সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ॥ সুর : ভি. বালসারা।

এ আড়াল সহিতে পারি না
ওগো অকরুণ।
যে আঘাত দাও বহিতে পারি না
ওগো অকরুণ।

সেই তো আমার সঞ্চয়

বেদনার মাঝে যা দিলে

আমারে কাঁদায়ে জানি গো

নিজেও যে শেষে কাঁদিলে

এ আঁধারে আর বহিতে পারি না

ওগো অকরুণ।

তোমার মতই একাকী

আমি প্রতিটি নিমেষে কাঁদিব

তোমার আমার মাঝে গো

আমি কেমনে বা সেতু বাঁধিব।

হায় ব্যথার রাখাল চিরদিন

পষাণে যে বাঁশী বাজালে

শ্রাবণ বেলার কালো মেঘ

মোর ফাগুন আকাশ সাজালে

নিজেরে যে আর দহিতে পারি না

ওগো অকরুণ।

'সূর্যতোরণ' কথাচিত্রের গান।

শিল্পী : সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ॥ সুর : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

আকাশ আমায় ডাক দিয়েছে

নতুন নিমন্ত্রণে—

বাতাস আমায় জড়িয়ে ধরে

প্রাণের আলিঙ্গনে।

ঘর ছেড়ে আজ তাই

আমি বাইরে পেলাম ঠাঁই

আমার মুগ্ধ হৃদয় কণ্ঠ মিলায়

অলির গুঞ্জরণে।

আজ প্রাণের খুশি
গানের খেয়ায় পাল তোলে—
মোর সপ্ত সুরের সপ্তডিঙ্গা
তাই দোলে।
আমার মুক্তিভরা দিন
আজ তাই যে ভাবনাহীন
রাখাল ছেলে মন কেড়ে নেয়
বাঁশীর সম্ভাষণে।

'কঠিন মায়া' কথাচিত্রের গান।
শিল্পী : দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় ॥ সুর : কালিপদ সেন।

শুক বলে সারি—
আমার রাধিকা জল নিতে ঘাটে যায়
আহা বাম চোখ তার সমানে নাচিছে
ইতি উতি ফিরে চায় ॥
সারি বলে শুক—
কেন তোর রাধা চঞ্চল হল আজি?
তার শ্রবণে যে সুধা
ঢলিছে আমার শ্যামের মুরলী বাজি—
সেই পিরীতির সুধা স্বপ্ন জাগায়
রাধার নয়ন ছায় ॥
শুক বলে সারি—
জানিরে তোর শ্যামের মুরলী বাজে—
মোর রাধার কপাল লাল হয়ে ওঠে
কি জানি সে কোন লাজে ॥

ঘট ভরিতে পিছল ঘাটে

না আসে কেউ যদি

তবু চলার পথে যায় যে থেমে নদী

নিভে যাওয়া প্রদীপে মোর নাই থাকে গো আলো

আসেই যদি আঁধার ঘিরে সেই তো তবু ভালো

আমি ভাগ্য বলেই নেব মেনে

চিরদিনই ব্যথার আলিঙ্গন ॥

'দুই ভাই' কথাচিত্রের গান।

সুর ও শিল্পী : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

ওরে মন

কোন দেশেতে হয় রে এমন,

ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দিয়ে

যম দুয়ারে দেয়বে কাঁটা মন।

ও তার স্নেহময়ী বোন।

আহা দেখে যে চক্ষু জুড়ায়

এমন স্নেহ এমন প্রীতি কে কবে

কে কবে দেখেছে কোথায়—

দু চোখ আমার ধন্য হল

দেখে ভাই বোনের এ মধুব মিলন।

ধরণী বোনটি যে ঐ—

আকাশ ভাইটির কপালটাতে

সূর্য্যি চন্দনে দেয় যে গো ফোঁটা

ভাই ফোঁটার এই পুণ্য প্রাতে

আহা বুকভরা এ ভাইয়ের স্নেহ
ভগ্নী ছাড়া এমন করে
বোঝে না গো আর তো কেহ।
ব্যাকুল পরাণ দিন যে গোনে
আসবে কবে এ শুভ লগন।

'আশায় বাঁধিনু ঘর' কথাচিত্রের গান।
শিল্পী : হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ॥ সুর : ভি. বালসারা।

এই মধুর মদির মধুল গানে—শোনাব
শোনাব গো আমি তোমায় গান
এই মিলন মধুর রাতে
থাক তুমি মোর সাথে
অনুরাগে মেশা অভিমান
বন্ধু, শোন গো এই গান ॥
ওগো এ গান তোমারই তরে
শুধু স্বপন রচনা করে
গানের ডালা উজাড়ি দিনু দান ॥
আজ আমার সুরের পাখী
ফিরিছে তোমায় ডাকি
এ ফাগুন হোল অবসান ॥

'মিঃ অ্যাণ্ড মিসেস চৌধুরী' কথাচিত্রের গান।
শিল্পী : মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ॥ সুর : রথীন ঘোষ।

যদি নাইই দেবে চাইনা তো মন
গুন গুন গুঞ্জনে মৌমাছি ঐ
বলে, ফুল মোর কথা শোন।

এই যৌবন মৌবন ছায়
বসন্ত আসে না তো হায়
খেলা ভেঙ্গে বেলা চলে যায়—
বুঝিনা তো কে যে পর কে মোর আপন ॥
একই আকাশ ঐ জানি
কভু কালো হয়
পরাজয়ে জয় তবু মানি
আঁধারের মাঝে আলো রয় ॥
যেথা আমি গড়ি খেলাঘর
সেতো দেখি ধূ ধূ বালুচর
মোর বুকে ওঠে শুধু ঝড়
এ জীবনে হলনা তো বাসর যাপন ॥

'মায়াকানন' কথাচিত্রের গান।
শিল্পী : সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ॥ সুর : অনিল বাগচী।

এ হৃদয় লয়ে প্রতি ক্ষণে ক্ষণে
কে যেন খেলিছে পাশা।
সে কি গো ভাগ্য মোর
বাসর বাঁধার স্বপ্নে যে শুধু মেলে গো
কাঁটার জ্বালা
পাইনি তো ফুল ডোর ॥
ভুল বুঝে একি ভুলিতে চাওয়ার খেলা
মোর প্রেম যেন কেঁদে ফেরে সারা বেলা
ঝরা মাধবীর চোখে যে শিশির ঝরে
সে তো আমারই প্রেমের একফোঁটা আঁখিলোর ॥

ওগো স্মৃতির রাখাল বাজায়োনা বাঁশী
অমন করুণ ক'রে—
হিসাবের খাতা খুলে দেখি সে তো
কত ভুলে গেছে ভরে।
এ জীবনে শুধু ক্ষতিই হল যে জমা
পাষাণেরই মত নিঠুর যেন গো ক্ষমা
নিশীথে নিবিড়ে তৃষিত প্রদীপ ঘিরে
আঁধার ঘনায় তবু তো আসে না ভোর ॥

'মায়াকানন' কথাচিত্রের গান।
শিল্পী : সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ॥ সুর : অনিল বাগচী।

ক্লান্তির পথ বুঝি বা ফুরাল মোর
বারে বারে শুনি কে যেন আমায় ডাকে।
ধূপছায়া মোর আকাশে বুঝি সে
তারা দীপ জ্বেলে রাখে ॥
কত ঝড় কত আঁধার পেরিয়ে এসে
কে জানে হৃদয় কি পেল খোঁজার শেষে
পিছনের ছায়া সমুখে আলোর পানে
অবাক নয়নে আজ শুধু চেয়ে থাকে ॥
নীড়হারা পাখী এবারে যেন গো ভাবে
শান্তির নীড় এতদিনে খুঁজে পাবে।
এই তো ঠিকানা এইটুকু শুধু বুঝে
ক্লান্ত চরণ সান্ত্বনা পেল খুঁজে।
উৎসব যদি জাগেই জীবনে মোর
হাসিতে গেলেই আঁখি কেন মেঘে ঢাকে ॥

'বিপাশা' কথাচিত্রের গান।
শিল্পী : সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ॥ সুর : রবীন চট্টোপাধ্যায়।

কোন বৈশাখী দিনে আকাশ ভাঙ্গানো ঝড়
ভেঙ্গে দেয় যদি আমার এ খেলাঘর
আমারে কাঁদায়ে যদি মোর প্রেম
দূরে যেতে চায় সরে ॥

'শহরের ইতিকথা' কথাচিত্রের গান।
শিল্পী : সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ॥ সুর : রবীন চট্টোপাধ্যায়।

পৃথিবী তোমার সুন্দর মুখ
আর কি পাব না দেখিতে।
চারিধারে মোর শুধু ঘন অন্ধকার
এত বরে তবু পারি না খুলিতে প্রাণের বন্ধ দ্বার ॥
কেঁদে কেঁদে মোর আঁখিতে রক্ত ঝরে
বুঝি সমবেদনায় ফুলের পাপড়ি
অশ্রু শিশিরে ঝরে,
কেঁদোনা বলিগা সান্ত্বনা শুধু দেয় সে গন্ধ তার ॥
তবু আনেনা তো আলোর ঠিকানা
চা· যেন খুঁজে নিতে।
হায় বিধিলিপি প্রদীপ আমার
ভুলে গেছে আলো দিতে ॥
এ আঁধারে আমি নিজের সাথে কথা বলি
ধূপের মত সবটুকু দিয়ে
নিঃশেষ হয়ে জ্বলি
জানিনা তো কবে শেষ হবে এই অসীম দ্বন্দ্বভার ॥

'বিধিলিপি' কথাচিত্রের গান।
শিল্পী : সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ॥ সুর : কালিপদ সেন।

তোমায় শোনাব গান
আমি তাই জেগে থাকি।
ওগো চাঁদ তুমি বলো
মেঘে কেন ঢাকো আঁখি॥
শুধু কি ফুলেরই তরে
তোমার তো আলো ঝরে
জানি গো পাব না সাড়া
তবুও তোমায় ডাকি॥
তোমার আলোয় রাত
জানি সুন্দর হয়।
শিশির তোমার রূপ
বুকে তার তুলে লয়॥
চকোর নীরবে কাঁদে
ও রূপ পরাণে সাধে
তারই পানে চেয়ে আমি
ব্যথা যে হাসিতে ঢাকি॥

'গোধূলী' কথাচিত্রের গান।
শিল্পী : সতীনাথ মুখোপাধ্যায়॥ সুর : রবীন চট্টোপাধ্যায়।

এই সাঁঝ-ঝরা লগনে আজ
কে ডাকে আমায়।
আমার পথে আশার প্রদীপ
কে সে জ্বেলে যায়।
আকাশে নীল তারায় তারায়॥

আমার পায়ে লাগবে ধুলো
তাই ভেবে কি বকুলগুলো
পথের প'রে অমন করে
লুটিয়ে আছে হায় ॥
অভিসারের এপথ আমায়
যেথায় নিয়ে যাবে—
অনেক খোঁজার শেষে হৃদয়
ঠিকানা তার পাবে।
এই পথেরই অন্ধকারে
হার না মানাব অহঙ্কারে
জীবন আমার তাই যে শুধু
হারিয়ে যেতে চায় ॥

'পথে হ'ল দেরী' কথাচিত্রের গান।
শিল্পী : সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ॥ সুর : রবীন চট্টোপাধ্যায়।

কত ফাগুনের মাধুরী জড়ায়ে
এলে ওগো অভিসারিনী।
কে বলে তোমায় পারিনি চিনিতে পারিনি ॥
তুমি আমারই প্রাণের গভীরে
জাগালে নীরব কবিরে
অলখ বাঁধনে বাঁধতে আমায়
এলে ওগো মনোহারিনী ॥
কত প্রেরণার স্বপ্নে আমায় ভরেছো
তুমি যে আমায় তোমারই আপন করেছো

তুমি এ কোন আবেশে ছলায়ে
দিলে গো আমায় ভুলায়ে
সুখে দুঃখে তুমি চিরদিনই মোর
অন্তরলোক চারিনী ॥

'শহরের ইতিকথা' কথাচিত্রের গান।
শিল্পী : শ্যামল মিত্র ॥ সুর : রবীন চট্টোপাধ্যায়।

ললিতা গো বলে দে
কোন পথে গেল শ্যাম ?
বিশাখা গো বলে দে
কোন পথে গেল শ্যাম ?
মুরলীর ধ্বনি তার
আমারে ডাকে না আর
আর তো শুনিনা রাধা নাম ॥

'বসন্ত বাহার' কথাচিত্রের গান।
শিল্পী : সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ॥ সুর : জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ।

আনন্দময়ী মাগো সদানন্দে হাস তুমি
আলোয় কভু দাও না ধরা
আঁধারে মা আস তুমি ॥
বাহিরে তোমায় দেখে
বজ্রপ্রাণা সবাই কহে
নামে তুমি মা ভয়ংকরী
প্রাণে স্নেহের গঙ্গা বহে।

অশিবেরে দমন করে মা
জীবের দুঃখ নাশ তুমি ॥
এই যে দেহ কে বলে মা
অষ্টধাতু দিয়ে গড়া
এ পরাণে জানি মাগো
তোমার নামের মন্ত্র ভরা।
আনন্দ সায়র মাঝে
হৃদ্‌কমলে ভাস তুমি ॥

'সাধক কমলাকান্ত' কথাচিত্রের গান।
শিল্পী : হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ॥ সুর : অনিল বাগচী।

আবার নতুন সকাল হবে
দুঃখ কারও থাকবেনা।
গভীর রাতের শেয়ালগুলো
আর তো তখন ডাকবেনা ॥
বর্গীরা আর হাঁকবেনা
ঝিঁঝি পোকাও ডাকবেনা
দুঃখ কারও থাকবে না ॥
সে আলোয় ভরা নতুন ধরায়
ডাইনী বুড়ী আসবেনা।
সেথায় কে বলে গো মানুষেরে
মানুষ ভাল বাসবেনা ॥

'জীবনতৃষ্ণা' কথাচিত্রের গান।
শিল্পী : উৎপলা সেন ॥ সুর : ভুপেন হাজারিকা।

হে মাধব সুন্দর এসো নব অভিসারে।
বিবস রাধার তনু তোমারই বিরহ ভারে॥
অধরে তোমার প্রভু আজ কেন বাঁশী নাই
রাধার অধরে যেন আজ তাই হাসি নাই
শ্যাম সোহাগিনী চির অনুরাগিনী
ভাসে রাধা আঁখি ধারে॥
বিবস ভুজগ বিষে নীল তার তনুমন
কাঁদিয়া তোমায় প্রভু ডাকে রাধা অনুখন
তব পরশনে জুড়াও সকল জ্বালা
কাঁদায়ো না আর প্রভু তারে॥

'পুরীর মন্দির' কথাচিত্রের গান।
শিল্পী : সতীনাথ মুখোপাধ্যায়॥ সুর : কালিপদ সেন।

বঁধুর মুখে মধু দিয়ে মধুর মধুর কও কথা
কানেতে তার মধু দিয়ে, প্রাণের মধু দাও ঢেলে
ওগো লজ্জাবতী লতা।
কড়ি খেলায় কে জেতে আর কেবা হারে দেখি,
তোমার মন পোড়ানো পিরীতি ওগো,
আসল না সে মেকী, বিচার করে দেখি।
শুধু অলি প্রাণের রসকলি ফোঁটার আকুলতা
ওগো লজ্জাবতী লতা।
ঘোমটা দিয়ে ঐ লাজুক বড় সোনার ও মুখ ঢাকে
বাঁকা চাঁদে একটু ওকি যেন মেঘের ফাঁকে
বুঝি বাজে প্রাণের আরো আছে, পাওয়ার চপলতা,
ওগো লজ্জাবতী লতা॥

'আশায় বাঁধিনু ঘর' কথাচিত্রের গান।
শিল্পী : গীতা দাস॥ সুর : ভি বাল্‌সারা।

আঁখি ওতো আঁখি নয়, বাঁকা ছুরিগো,
কে জানে সে কার মন করে চুরি গো।
আপনি পুড়ে পোড়ায় এ প্রাণ
তারই যে নাম পীরিতি।
ধরা দিয়ে দেয় না ধরা
হায়রে এ তার কি রীতি।
না ফুটেই যায় শুকিয়ে
ফাগুনের ফুলের কুঁড়ি গো॥
মালায় বেঁধে যদি ভাবি দেব না আর পালাতে
কাছে পেয়ে মরি যে তার ছুজনারই জ্বালাতে।
একটু জ্বলে যায় যে নিভে, ফাগুনের ফুলের কুড়ি গো
কে জানে সে কার মন করে চুড়ি গো॥

'আশায় বাঁধিনু ঘর' কথাচিত্রের গান।
শিল্পী : সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়॥ সুর : ভি. বালসারা।

দূরের তুমি আজ কাছের তুমি হলে,
ফুরালো দিন গোনা মিলন হ'ল বলে॥
এই যে দিন গোনা—
আর তো গুণবোনা,
একাকী আনমনা মাধবী আঁখি খোলে।
পলাশ কুমকুমে মধুপ গুঞ্জরে,
পিয়াল মউবনে এ মন মুঞ্জরে—
পাখী তো সারা বেলা বাঁশীতে সুর তোলে।

জীবন ভরে দিলে সহসা আজ এসে—
এ আমি অনুরাগে তোমাতে আজ মেশে,
তাই কী তুটি চোখে রঙীন খুশি দোলে।

'ইন্দ্রানী' কথাচিত্রেব গান।
শিল্পী : গীতা দত্ত ॥ সুর : নচিকেতা ঘোষ।

এই শহর আর শহরতলীর
ইতিকথা নাও গো শুনে
দেখেছি নিজের চোখে
চলেছে যা ভাই কলের গুণে ॥
তোমরা যারা শহরে ভাই থাকো বলে বড়াই করো
সেই কথাটি ভুলে গেছো
সবার চেয়ে মানুষ বড়ো।
মনের একি দশা বলো—
এখানে পথগুলো সব ইটে মোড়া
সে পথে নেই যে ধুলো
মাটির ছোঁয়া পায় না হেথায়
মাটির গড়া মানুষগুলো
এখানে যা দেখি ভাই
সবই মেকি অলক্ষুণে ॥
নেমে ছিল গঙ্গানদী
মহাদেবের জটা থেকে
তুঃখ পেলাম কলের জলে
হেথায় তাকে বন্দী দেখে

রেকর্ডের গান

তুমি আর ডেকোনা পিছু ডেকোনা
আমি চলে যাই শুধু বলে যাই
তোমার হৃদয়ে মোর স্মৃতি রেখোনা।
আঁখিজল কভু ফেলোনা
নিবিড় আঁধারে একা
নেভা দীপ আর জ্বেলোনা
পথ আর চেয়ে থেকো না।
জানি মোর কিছু রবে না
তোমার আমার দেখা
এ জীবনে আর হবে না
আমার এই চলে যাওয়া চেয়ে দেখ না।
অকারণে ব্যথা পেয়োনা
হারালে যাহারে আজ
তারে আর ফিবে চেয়ো না
বেদনায় হাসি ঢেকোনা।

সুর ও শিল্পী : মান্না দে।

আজ কেন ও চোখে লাজ কেন
মিলন সাঁঝ যেন বিফলে যায়।
মন যেন ফুলের বন যেন
আঁখির কোণ যেন তোমারে চায়
গান আসে ব্যাকুল প্রাণ হাসে
সুরের বান আসে দখিণ বায়।
চাঁদ ওঠে ঘুমানো ফুল ফোটে
অলির ঝাঁক ছোটে বনের ছায়।

পিয়াসে মিলন তিয়াসে
জীবনে কি আসে এমন ক্ষণ !
হেঁয়ালী প্রেমের দেয়ালী
জ্বেলেছে খেয়ালী তোমার মন।
কাল গুনে স্বপন জাল বুনে
পেয়েছি ফাল্গুনে আজি তোমায়
এই আমি একি গো সেই আমি
আমাতে নেই আমি যেন কোথায়।

শিল্পী : সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ॥ সুর : নচিকেতা ঘোষ।

মেঘ কালো আঁধার কালো
আর কলঙ্ক যে কালো
যে কালিতে বিনোদিনী হারাল তার কুল।
তার চেয়েও কালো কন্যা তোমার মাথার চুল
কাশ যে সাদা ধেনু সাদা
আর সাদা খেয়ার পাল
সাদা যে ঐ স্বপ্ন মাখা রাজহংসের পাখা
তার চেয়েও সাদা কন্যা
তোমার হাতের শাঁখা।
লজ্জা রাঙা সিঁদূর রাঙা
আর রাঙা কৃষ্ণচূড়া
রাঙা যে গো সাঁঝ আকাশের ঐ যে অস্তরাগ
তার চেয়েও রাঙা কন্যা
তোমার আলতার ঐ দাগ।

শস্য সবুজ পাতা সবুজ

আর সবুজ টিয়া পাখী

দূর্বা সবুজ তার সাথে যে চিরসবুজ বন।

তার চেয়েও সবুজ কন্যা

তোমার অবুঝ মন।

শিল্পী : হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ॥ সুর : নচিকেতা ঘোষ।

তোমার আমার কারো মুখে কথা নেই

বাতাসেও নেই সাড়া।

জেগে জেগে যেন কথা বলে ঐ

দূর আকাশের তারা।

দুজনেই কাছে তবু যেন কতদূর

মুকুলের কানে মৌমাছি আনে সুর

তোমার আঁখির পল্লবে মোর

আঁখি যে নিমেষ-হারা।

তোমার আমার মত-ই যেন গো

এ রাতের ভাষা নাই—

কথা হারা এই স্বপ্নের মাঝে

নিজেরে হারাতে চাই।

জানিনা তো কেন দিলে তুমি মোরে ফুল

এ রাতের শেষে মনে হবে সে তো ভুল

হাসি দিয়ে যার শুরু হয় সেতো

আঁখিজলে হয় সারা।

শিল্পী : হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ॥ সুর : সতীনাথ মুখোপাধ্যায়।

আর কত রহিব শুধু পথ চেয়ে।
আমার আকাশ হয়না তো নীল
মেঘে মেঘে রয় ছেয়ে।
বকুলের মুকুলে নেই কেন গুন গুন
মাধবীর স্বপ্নে আসেনা তো ফাল্গুন
কিসের আশায় তবু জেগে রই
বেদনারই গান গেয়ে।
হাসি ভুলে আর কত কাঁদি
বালুচরে মিছে ঘর বাঁধি
অবহেলা পেয়ে আমি আঁখিজলে সিক্ত
অসহায় এই আমি কত যেন রিক্ত
ঝড়ের আঘাতে হাল ভেঙ্গে যায়
খেয়া তবু যাই বেয়ে।

শিল্পী : হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ॥ সুর : সতীনাথ মুখোপাধ্যায়।

এমনও দিন আসতে পারে
যখন তুমি দেখবে আমি নাই
আমায় তুমি ভুল বুঝোনা যেন
তোমার আগে আমিই যদি যাই।
ফেরে না কেউ যেথায় গেলে হায়
সাধ করে আর কেইবা বল
সেথায় যেতে চায়
তবুও যদি তোমায় ছেড়ে হয় গো যেতেই কভু
দূরে গিয়েও তোমায় যেন
এমনি করেই পাই।
সেদিন ওগো এমন করে
ফুটবে বকুল আবার।

সেইতো হবে লগন ওগো
তোমায় ফিরে পাবার।
তোমার কাছে আমার যত ঋণ
পারব না তো জানিয়ে যেতে
তোমায় কোনদিন
ফিরব ভেবে আশায় থেকে
হও গো নিরাশ যদি
সেই কথাটি তোমায় আমি
জানিয়ে গেলাম তাই।

সুর ও শিল্পী : শ্যামল মিত্র।

সারাবেলা আজি কে ডাকে
বাঁশরীর সুরে মন রাখে
চমকি, থমকি, করবী, গরবী
আমার পথে কেন, ঝরে থাকে।
বারে বারে, পিছু ফিরে চাই
চেয়ে দেখি, কেউ কোথা নাই
কেন সে অকারণ ডাকে গো আমায়
জানিনা সে, কি বলিতে চায়।
তারই সুরে আজ যেন গাহিছে পাখী,
ফুলে ফুলে দুলে দুলে কারে যে অলি
ফিরিছে ডাকি।
মন নিয়ে, একি খেলা তার
ছলনাতে, পথ ভুলি আর
পথে যেতে আমারে সে কেন গো কাঁদায়।
তারই খোঁজে, দিন চলে যায়।

সুর ও শিল্পী শ্যামল মিত্র।

কতদূরে আর নিয়ে যাবে বল
কোথায় পথের প্রান্ত।
ঠিকানা-হারানো চরণের গতি
হয়নি কি তবু ক্লান্ত।
পিছনের পথে উঠেছে ধূলিব ঝড়
সমুখে অন্ধকার,
বল তবে ওগো কবে হবে অভিসার।
তৃষিত আশারে কোরোনা গো তুমি ভ্রান্ত।
তবুও তো যেতে হবে
কাঁটা বিঁধে পায়ে যদি গো রক্ত ঝরে
অশ্রুতে মোর তবু হাসি ছুঁয়ে রবে।
প্রদীপের পায়ে প্রজাপতি তার প্রেম
কবে গো সমর্পণ
সে তো মরণের কাছে জীবনের নিবেদন।
ঝড় চলে গেলে পৃথিবী যে হয় শান্ত।

সুর ও শিল্পী ঃ মান্না দে।

অনেক দূরে ঐ যে আকাশ নীল হল
আর তোমার সাথে আমার আঁখির মিল হল
কৃষ্ণচূড়ার মতন এমন অনুরাগে লাল
আর খেয়াল খুশির ময়ুরপঙ্খী
উড়িয়ে দিয়ে পাল।
আজ এ গান আমার দোল-দোলানো
প্রজাপতির পাখা
'রামধনুকের সাতটি রঙের স্বপ্নে যেন মাখা
আজ ফাগুনে ঐ আগুন ছড়ায়
পলাশেরই ডাল।

বেশ লাগে এই সীমার বাঁধন ছাড়িয়ে যেতে।
তাই দুজনে চাই যে শুধু হারিয়ে যেতে।
আজ আলাপনে মিষ্টি সুরের
আলিম্পনা এঁকে
ফুরিয়ে যাবে প্রহরগুলো তোমায় আমায় দেখে
কুহুর গানে হুঁহুর প্রাণে
সুর যে খোঁজে তাল ॥

শিল্পী : সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ॥ সুর : নচিকেতা ঘোষ।

প্রেম একবারই এসেছিল নীরবে
আমারই এ দুয়ার প্রান্তে
সে তো হায় মৃদু পায়
এসেছিল পারিনি তো জানতে।
সে যে এসেছিল বাতাস তো বলেনি
হায়, সেই রাতে দীপ মোর জ্বলেনি
তারে সে আঁধারে চিনিতে যে পারিনি
আমি পারিনি ফিরায়ে তাঁরে আনতে।
সে যে আলো হয়ে এসেছিল কাছে মোর
আজ তারে আলেয়া যে মনে হয়।
এ আঁধারে একাকী এ মন আজ
আঁধারেরই সাথে শুধু কথা কয়।
আজ কাছে তারে ... আমি ডাকি গো
সে যে মরিচীকা হয়ে দেয় ফাঁকি গো
ভাগ্যে যা আছে লেখা হায় রে
জানি চিরদিনই হবে তারে মানতে।

শিল্পী : লতা মুঙ্গেশকার ॥ সুর : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

বাঁশী বুঝি আর নাম জানে না
ডাকে বাঁশী রাধা বলে
লোকলাজ মানে না।
শ্রবণে পশিয়া বাঁশী মরমে যে হানে তীর
ও ধ্বনি ঝড়ের মত ভেঙে দেয় সুখনীড়,
সে যে জ্বালা দিতে ভালবাসে
মালা তাই আনে না।
জানিনা তো কি যে মধু আছে এই নামে গো
এত করে বলি তারে সে তো নাহি থামে গো
শুনিয়া বাঁশীর ধ্বনি হায় গো কেমনে যাই
দেখিলে কহিবে সবে অভাগীর লাজ নাই
সে যে দূর হতে ডাকে শুধু
কাছে তবু টানে না।

শিল্পী ঃ সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়॥ সুর ঃ রবীন চট্টোপাধ্যায়।

ময়ূরপঙ্খী ভেসে যায়
রামধনু জ্বলে তার গায়
কোন প্রবালের দেশে ভেসে যাই
যেথা তুমি ছাড়া আর কেহ নাই
নীল পরী যেথা গান গায়।
যেথা নাই ব্যথা নাই আঁখিজল
নাই পৃথিবীর এই কোলাহল
সেথা মন মোর হারাতে যে চায়।

শুনি ঐ ডাকে আমায়
রূপকথা ভরা সেই দেশ
জানিনা কবে কোথায়
এই চলা হবে শেষ।
কতদূর আর কতদূর—
প্রাণে বাজে নিরাশার সুর
মোর মন মাঝি তবু দাঁড় বায়

শিল্পী : উৎপলা সেন ॥ সুর : সতীনাথ মুখোপাধ্যায়।

বিদায় নিতে কি এলে
মিলনের মালা দিও না ধুলিতে ফেলে।
তবু কোনদিন ভাবিনি তো হায়
ফুরাবে যে সব খেলা
আলো ভেবে যার কাছে গেনু সে তো
আলেয়ার অবহেলা।
ভ্রমর শুধু যে চিরদিন
ফুলের গন্ধ খোঁজে
সে ফুল যখন ঝরে যায়
তার অভিমান সেকি বোঝে।
এই আলো হাসি ক্ষণিকের মায়া
বুঝিনি কখনো আগে
প্রিয় হয় পর জানি তারে যবে
ভাল আর নাহি লাগে।

শিল্পী : ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য ॥ সুর : সতীনাথ মুখোপাধ্যায়।

"ও শিমুল বন
দাও রাঙিয়ে মন"
কৃষ্ণচূড়া দোপাটী আর
পলাশ দিল ডাক
মধুর লোভে ভীড় জমাল
মৌ-পিয়াসী অলির ঝাঁক।
কামবাঙা বৌ মুখ ঢাকে লাল চেলীতে
চোখ গেল দেয়না তারে চোখ মেলিতে
দিসনে গো ডাক তাবে দোহাই কথা রাখ।
আবেশে আজ শুধু হৃদয় ভবে যাক
হেসে প্রহর বয়ে যাক।
আজকে আমাব, মন হারাবার, এল কি সেই লগ্ন গো
কিসের সাড়ায় কার ইশারায়, স্বপ্নে আঁখি মগ্ন গো
বৌ কথা কও, ঐ তো বাজায় শাঁখ—
আবেশে আজ শুধু হৃদয় ভবে যাক
হেসে প্রহর বয়ে যাক।

সুর ও শিল্পী : শ্যামল মিত্র।

একটি দুটি তারা করে উঠি উঠি
মনকে দিলাম ছুটি তাই গো
এই সন্ধ্যায়।
একটি দুটি ফুল করে ফুটি ফুটি
যেথা খুশি মুঠি মুঠি পাই গো
সেথা মন ধায়

তবু কেন কাঁদি আমি
মন যেন মানে না
ব্যথা ছাড়া এ জীবনে
প্রেম মোর আর কিছু জানে না
আর যে সহিতে আমি পারি না
কে যেন ডাকিয়া বলে হৃদয় বেণুতে তব
বেদনার সুর মিছে সেধনা।

শিল্পী : সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ॥ সুর : রবীন চট্টোপাধ্যায়।

তুমি তো জানোনা বেঁধেছ আমায়
কোন সে আলোক ডোরে।
সুদূর আকাশে তারা দীপ জ্বালো
পথ বলে দিতে মোরে।
আমার বীণার আলাপন
শুধু সে তোমার খোঁজে হে গোপন
সুরে সুরে তাই তোমার হৃদয়
দিতে চাই আমি ভরে।
বুঝিতে পারি না কোন সে আঁধারে
কোথায় হারায়ে আছ
তবু মনে হয় মরমে আমার
নীরবে দাঁড়ায়ে আছ।
তুমি যেন কতদূর
কেন যে কাঁদাও হে মধুর
শত বরষার অশ্রু যে মোর
নয়নে রেখেছি ধরে।

শিল্পী : পান্নালাল ভট্টাচার্য ॥ সুর : উমাশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়

বাসরের দীপ আর আকাশের তারাগুলি
নিবিড় নিশীথে যবে জ্বলবে
মনে হয় কাছে এসে সরমের বাধা ভুলে
আমায় মনের কিছু বলবে।
হৃদয় গহন হতে স্বপন কুড়ায়ে লয়ে
সুরের খেয়ালী জাল বুনব
তোমার গোপন কথা শুনব।
মুখে রবে হাসি আর চোখে চোখে চেয়ে শুধু
মন দেয়া নেয়া আজ চলবে।
হয়তো ব্যাকুল হয়ে বাতাসের বাঁশীখানি
সেইক্ষণে কত সুর ধরবে।
তাই শুনে বনছায় না ফোটাব বেদনায়
কত ফুল ধুলিতে যে ঝরবে॥
এত যে জেনেছি আমি মনে হয় আরো যেন
কত যে নিবিড় করে জানবো
তোমায় আপন বলে মানবো
তবুও কি অকারণে মিলনের ফুলমালা
অবহেলা ভরে তুমি দলবে॥

শিল্পী : ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য॥ সুর : প্রফুল্ল ভট্টাচার্য।

ঘুম ভুলেছি নিঝুম এ নিশীথে
জেগে থাকি।
আর আমারই মত জাগে নীড়ে
দুটি পাখী।

কথা দিয়েছিলে আসিবে গো ফিরে
চাঁদ জাগে দূরে আকাশের তীরে
তাই তোমারেই আমি বারে বারে
পিছু ডাকি ॥
একে একে ঐ ডুবে গেল তারা
তবু তুমি ওগো দিলেনা তো সাড়া
হায়, আলেয়া যেন আলো হয়ে
দিলে ফাঁকি ।

সুর ও শিল্পী : শচীনদেব বর্মন ।

আমার নতুন গানের নিমন্ত্রণে
আসবে কি ?
আমায় তুমি আগের মত
তেমনি ভালবাসবে কি ?
ফাগুন বলে কোন কথাই শুনবোনা
ছড়াবো রং তোমার প্রাণে উনমনা ।
সেই রঙে মন ভরিয়ে নিয়ে
আবার তুমি আসবে কি ?
কে জানে আজ কোথায় আছ কোন দূরে
ভুললে কি গো তোমারই সেই বন্ধুরে
চোখে চোখে নীরব কথা
ব্যাকুলতায় ভাসবে কি ?

শিল্পী : সুচিত্রা সেন ॥ সুর : রবীন চট্টোপাধ্যায় ।

বনে নয় আজ মনে হয়

যেন রঙের আগুন প্রাণে লেগেছে

আমি তাই গেয়ে যাই

এ কোন খুশি প্রাণে জেগেছে

প্রাণে প্রাণে গানে গানে

ফাগুনে আগুন বুঝি লেগেছে।

একি দোলা প্রাণে

একি দোলা গানে

এ দোলা কে আজি ছড়ালো

ফুলে ফুলে দুলে দুলে

অলি যে সুর ঐ ঝরালো।

মরমে মরমে

যে সুর যে রং আমি চেয়েছি

পিয়াসে তিয়াসে

সে দোল সে গান আজি পেয়েছি।

শিল্পী : সুচিত্রা সেন ॥ সুর : রবীন চট্টোপাধ্যায়।

সেদিন যখন প্রথম বৃষ্টি এলো

তুমি বাতায়নে ছিলে একা

মনে কি পড়ে

ভিজে হাওয়া এসে এলো খোঁপা নিয়ে

দেখেছিনু খেলা করে।

তুমি পারনি তো তবু জানতে

আমি পিছনে আসিয়া দাঁড়ায়েছিলাম

তোমারি দুয়ার প্রান্তে

আমি ব্যাকুল ধ্যানের মধুর সে ছবি

দেখেছি আবেশ ভরে।

নীরবে আসিয়া আঙুল চাপিয়া চোখে
কয়েছি তোমার কানে কানে আমি
বলত কে ?
তুমিও চিনেও চাওনি চিনতে
শুধু ক্ষণিক বিজলী ফোটালে মুকুল
তোমারই অধর বৃন্তে
তুমি কয়েছিলে জানি
কে এলো আমার প্রাণের বাসর ঘরে

শিল্পী : রবীন মজুমদার ॥ সুর : রবীন চট্টোপাধ্যায়।

মহুল ফুলে জমেছে মৌ—
হিজল গাছে ডাহুক ডাকে
ওগো কালো বৌ কোথায় তুমি যাও
ঝিকিমিকি ঝাউয়ের ফাঁকে
বাদামী রোদ ঝলকে
দোপাটিতে খোঁপাটি সাজাও।
ঝর ঝর কৃষ্ণচূড়া ছায়া ছড়ালো
লাজুক চোখে নীলাকাশ মায়া ভরালো
কেন আলতা রাঙা আলতো চলাতে
নূপুর বাজাও।
পলাশ বনে মৌমাছি ঐ এলো
গুঞ্জন করে—
আমার মনের কিছু কথা সুরের দোলায় যেন
হৃদয় দিল ভরে।

তবে কি সেই পরদেশী ফিরে এল না
তারে কি হায় আঁখি তোমার ফিরে পেল না
কেন সেই সে বধুর মধুর স্বপনে
পরাণ সাজাও।

সুর ও শিল্পী : শ্যামল মিত্র।

আমি চেয়েছি তোমায়—
সেকি মোর অপরাধ
শুধু এ জীবনে নয়, এ যেন আমার
কত জনমের সাধ।
নেভা দীপ সম, নিজেরে লুকায়ে রাখি
দূরে দূরে সরে থাকি।
পাছে মোর কাছে এলে, কেউ যদি বলে,
তুমি কলঙ্কী চাঁদ।
সূর্যের পানে, চেয়ে চেয়ে ভরে,
সূর্যমুখীর বুক।
তাইতো তোমায়, দূর হতে দেখি,
সেই যে আমার সুখ।
কি যে ব্যথা মোর, সে শুধু আমি জানি,
হার তবু নাহি মানি।
পথ চাওয়া মোর, নয়ন নিমেষে,
নামেনা তো অবসাদ।

শিল্পী : ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য ॥ সুর : সতীনাথ মুখোপাধ্যায়।

প্রজাপতি মন আমার
পাখায় পাখায় রং ছড়ায়।
কে জানে কোন চঞ্চলতায়
তোমার ফুলের মন ভরায়।
কপোতীর কানে কানে কপোত কথা কয়—
মৌমাছির গানে গানে পলাশ রাঙা হয়
স্বপ্ন আসে তাই আবেশে
তোমার চোখে ঘুম জড়ায়।
পিয়ালের শাখে শাখে
'বউ কথা কও' ডাকে
সারা বেলা ডাকে।
ঘুমপাড়ানি সুরে সুরে বাতাস আনে দোল
সোনার কাঠির ছোঁয়া লেগে হৃদয় উতরোল
মন পাবে সে সেই আবেশে
তোমার বাঁশী সুর ঝরায়।

শিল্পী : সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ॥ সুর : নচিকেতা ঘোষ।

ও জানি ভোমরা কেন কথা কয় না
জানি মহুয়া কেন মাতাল হয় না।
জানি আমি শুধু জানি।
পদ্ম ফোটা ঝিল রোদে
শুধু ঝিলিমিলি ঝিলিমিলি করে
তবু কেন আঁখি ঝরে।
শুধু ঝর ঝর ঝর ঝরে।
আমি শুধু জানি
এ মন কেন ঘরে রয় না।

কৃষ্ণচূড়া হাওয়ার সুরে

শুধু ঝিরি ঝিরি দোলে

সে এক পাখী শুনি ডাকে

শুধু চোখ গেল চোখ গেল বলে

আমি শুধু জানি

এ জ্বালা কেন প্রাণে সয় না।

সুর ও শিল্পী : শচীনদেব বর্মন

হয়ত তখন রাত শেষ রাত হবে

প্রহর জাগিয়ে দীপ নিভে গেল শেষে

সহসা বাতাসে কার পদধ্বনি শুনে

দেখেছিনু ছায়া এক দ্বারে ছুটে এসে

আমি শুধালাম তারে

কে তুমি দাড়ায়ে আছ আমারই দ্বারে

দেখ তো আমারে তুমি পার কি চিনিতে

কহিল সে হেসে।

কহিল সে মোর নাম প্রেম ভালবাসা আমি—

যে আমারে ডেকে নেয়

তাহারই দুয়ারে আসি নামি

তারে এত কাছে পেয়ে

ফিরায়ে দিলাম শুধু মুখপানে চেয়ে

এমনি করেই প্রেম

ডাক দিয়ে যায় ধুলিমাখা বেশে

শিল্পী : সুপ্রভা সরকার॥ সুর : রবীন চট্টোপাধ্যায়।

বালুকা বেলায় কুড়াই ঝিনুক
মুকুতা তবু তো মেলে না।
কত তরী এল এই ভাঙা কূলে
তুমি তো শুধু এলে না।
ঢেউগুলি ঐ করে কানাকানি
মন নিয়ে হল একি জানাজানি
পথ চেয়ে থাকি জলে ভরে আঁখি
ঠিকানা কি বলো পেলে না।
খেলাভাঙা এই অকরুণ খেলা
কবে বল শেষ হবে
মোর প্রেম কিগো ঝরামালা সম
অনাদরে পড়ে রবে।
আমার ফাগুনে নেই রাঙা হাসি
সুর খুঁজে মরে এই ভাঙা বাঁশী
কিছু নাহি বলে গেছ তুমি চলে
বিদায় নিয়েও গেলে না॥

সুর ও শিল্পী : সতীনাথ মুখোপাধ্যায়।

ঝাউয়ের পাতা ঝিরঝিরিয়ে
ঘুমপাড়ানি গান গায়।
তাই না শুনে ঘুম নেমেছে
না জানি কার নয়ন ছায়।
চমকে ওঠে হলদে দুপুর একটি ঘুঘুর গানে
আর বাতাসের ঐ শীর্ণকায় বৈঠা কারা টানে
যেন সময় নিয়ে কাড়াকাড়ি
মাল্লারা সব পাল্লা দিতে চায়।

হঠাৎ যদি যাই হারিয়ে

হায় তারপরে কি হবে।

সেই ঘুমের দেশে মন ছাড়া আর

কেই বা সাথে রবে॥

নিঝুম বেলার এই যে প্রহর স্বপ্ন দেখে কাটে

আর রাজার কুমার ছোটায় ঘোড়া তেপান্তরের মাঠে

আর ফুলের বনে ভ্রমরা যত

গুনগুনিয়ে ঝুমঝুমি বাজায়।

শিল্পী : হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ॥ সুর : নচিকেতা ঘোষ।

বিদায় নিওনা হায়

দীপ নিভে আসে দেখো

প্রহর গুণে।

তবে শেষ কথা যাও শুনে

কোনদিন আর যদি

আমারে না চাও।

নদী চিরদিনই ভাঙে তার কুল জানি

আলেয়ার ভালবাসা ভুল।

তবু তোমায় তো হাসিমুখে দিয়েছি গো

সবটুকু মোর।

ক্ষতি নেই বিনিময়ে

ব্যথা যদি দাও তবে।

নিয়তি কি এতই পাষাণ

সেতো শুধু কাঁদাতেই জানে

কেমনে বোঝাই তারে

সব দিয়ে ধূপ তবু

হার নাহি মানে।

শেষ যদি হয়ে যায় গান জানি
আঁখিজলে রয় অভিমান
আমারে যে ভুলে যাবে জানি ওগো
তবু একবার
এই শেষ অনুরোধ মালাখানি নাও তবে।

সুর ও শিল্পী : সতীনাথ মুখোপাধ্যায়।

ঐ ঝিরি ঝিরি পিয়ালের কুঞ্জে
গুন গুন মৌমাছি গুঞ্জে
সেই সে বনছায় পাখী যে গান গায়
মন যে চায় সেথা হাসিতে ॥
আকাশে ঐ দূরে নীল রং লেগেছে
অন্তরে আজ মোর একি সুর জেগেছে
জানিনা কে ডাকে, অলখে সে থাকে
শুধু সে সাড়া দেয় বাঁশীতে ॥
তারি পথ চেয়ে দিন যেন চলে যায়
একি ব্যথা পেয়ে হায়
মালা হতে ফুলগুলি ঝরে যেতে চায়।
মিছে কি আমি ওধু দিন শুধু গুনেছি
মনে মনে স্বপ্নের মায়াজাল বুনেছি
কেন যে কে জানে, এ ব্যথা সে আনে
চায়না সে কাছে আসিতে।

সুর ও শিল্পী : শ্যামল মিত্র।

এ তো নয় শুধু গান
এ যেন তোমার কিছু অনুরাগ
আর কিছু অভিমান।
হয়তো তুমি আমার গানের
এ ভাষারে যাবে ভুলে
এ মালা ফেলিবে খুলে
তবু জেনে রেখো মোর প্রেম কভু
চায়নি তো প্রতিদান
কি কথা যে আজ জানাই তোমায়
এ গানের সুরে সুরে।
আজ নয় জানি বুঝিবে গো তুমি
চলে যাবে যবে দূরে।
সেদিন যদি গো ফাগুনের মত
আমার ভুবন ঘিরে
আসো তুমি ওগো ফিরে
একটি সে নদী দেখিবে মরুতে
হয়ে গেছে অবসান।

শিল্পী : দীপক মৈত্র ॥ সুর : সতীনাথ মুখোপাধ্যায়।

তুমি বারে বারে শুধু
চাও যে জানিতে ওগো।
কেন যে তোমায় এত আমি ভালবেসেছি
কে দিল তোমার বুকে এত ভালবাসা
যার বিনিময়ে জীবনে তোমার এসেছি ॥

আমি দেখেছি সাগরে এসে
নদী যে নীরবে মেশে
তাদের মিলন শেখালো আমায়
প্রেমেরি গোপন কথা
তাই দেখে শুধু হেসেছি।
আর তারই প্রেরণায় জীবনে তোমার
এতো প্রেম লয়ে এসেছি।
ভুবনের মাঝে ফুল বসন্ত
আসেগো যেমন করে
তারি মত তুমি দিলে এ জীবন
কত যে স্বপ্নে ভরে।
প্রেমের পরশ পেয়ে
তোমার হৃদয় চেয়ে
ফুলের মত তোমারি লাগিয়া
সুরভি ছড়ায়ে আমি
বাতাসে বাতাসে ভেসেছি
বলগো কেমনে বোঝাব তোমায়
কত আমি ভালবেসেছি।

সুর ও শিল্পী : শ্যামল মিত্র।

পাখী আজ কোন সুরে গায়
বকুলের ঘুম ভেঙে যায়
আজ কোন কথা নয়
শুধু গান আরো গান।

তাই বুঝি ত্বজনের মন
কত সুরে করে আলাপন
আজ কোন কথা নয়
শুধু গান আরো গান।
মধুমালতীর বঁধু কয় রে
এ ফাগুন হলো মধুময় রে
তাই বুঝি বাঁশী মোর
এত সুর খুঁজে পায়॥
কেন যে আজ কে জানে রে
জীবন ভরে ওঠে গানে রে
প্রাণে মোর একি সাড়া পাই রে
জানিনা তো কি যে আমি চাই রে
স্বপ্নে একি মায়া
জাগে মোর আঁখিছায়॥

শিল্পী : উৎপলা সেন॥ সুর : সতীনাথ মুখোপাধ্যায়।

গানে তোমায় আজ ভোলাবো
প্রাণে তোমার সুর দোলাবো
রং ঝরিয়ে মন ভরিয়ে
সুরে সুরে হৃদয়ে ঢেউ তোলাবো।
বাতাস শুধায় মোরে বল গো
কোথায় এ গান তুমি পেলে
কোন সে স্বপ্নলোকে গেলে
এই গান এঁই সুর মেলে॥

এই গান শুনে পাখী মোর পানে চায়
আমি জানি কেন সে সুর ভুলে যায়
না-না গান ভুলে যায়
পাখী কেন লাজ পায়।
জানেনা সে আমি যে এই গান শুনিয়ে
আঁখিতে তোমারি আজ মায়া বোলাবো।

শিল্পী : সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়॥ সুর : অনুপম ঘটক।

এখনো আকাশে চাঁদ ঐ জেগে আছে
যদি গো আলো তার আসে নিভে
তবু জেনে গেছি তুমি আছ কাছে॥
বুঝিনা তো কি যে বলে হাওয়া
বনতল ঝরা ফুলে ছাওয়া
ঐ নীড়ে জাগা ছুটি পাখী
কূজনেতে ছজনারে যাচে॥
মনে রেখো এই কাছে থাকা
শপথের সুরে কাছে ডাকা।
কণ্ঠ হারা এই নীরবতা
মনে মনে রচে রূপকথা
তাই কোন কথা নয় যদি
এই আবেশ ভেঙে যায় পাছে॥

সুর ও শিল্পী : সতীনাথ মুখোপাধ্যায়।

যাই যে চলে
তুমি আর পিছু ডেকোনা।
মোর স্মৃতি ওগো
বুকে ধরে রেখোনা॥

নাই যেন সুর আর বাঁশীতে
মেঘছায়া নামে হাসিতে
চলে যাই আমি ব্যথা পেয়ে
মোর পথ চেয়ে মিছে থেকোনা ॥
জানোনা কি ব্যথা পেয়ে
প্রেম সেথা ফিরে যায়
চিরদিনই অনাদরে
মালা সেথা ছিঁড়ে যায়।
মোর কিছু ভেবে তুমি কেঁদনা
কেন পাবে বল বেদনা
মুখছায়া মোর ভুল করে
তব আঁখিজলে মিছে এঁকোনা।

শিল্পী : সুপ্রীতি ঘোষ ॥ সুর : শ্যামল মিত্র।

না-না-না ফুটলনারে ফুল
না-না-না উঠলনারে চাঁদ।
এখনো বাঁশীতে ইসারা শুনিনি।
কাজললতা ধরি প্রদীপের শিষে হায়
আমারে কাঁদায়ে দেখি সে প্রদীপ নিভে যায়
এখনো নয়নে কাজল আঁকিনি।
কিসের ধ্বনি শুনে দ্বারে আমি ছুটে যাই
বাতাস ছলনা করে না-না বাঁশী তার বাজে নাই
এখনো চরণে নূপুর বাঁধিনি।

সুর ও শিল্পী : শচীনদেব বর্মন।

আমায় ভুলবে কি

জানি একটু পরেই যাবে চলে
যাবাব আগে যাও গো বলে
আমায় ভুলবে কি ॥
যদি আমায় ভুলে হায়
তুমি হওগো উদাসীন
কেমন কবে কাটবে আমার
তুমিহারা দিন।
এই যে এত হাসি যায় যদি গো থেমে
তবু তোমায় পেলাম আমি
আমাব চিরকালের প্রেমে
যাও গো চলে যাও
তবু কেন এমন হয়
কাছের তুমি দূরে গেলে
আর যেন কেউ নয়।

শিল্পী : নীতা সেন ॥ সুর : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

আকাশ মাটি ঐ ঘুমাল

ঘুমায় রাতের তারা।
তবে কিসের ধ্বনি মোর মরমে
হঠাৎ জাগায় সাড়া ॥
ঝিরি ঝিরি বাতাস এলো ঝরা পাতার বনে
স্রোতের মতন স্বপ্ন এলো মনে
হৃদয় আমার কেই বা জানে ওগো
বল আমি ছাড়া ॥

ওগো আমার স্বপন দোসর বল কিবা চাও
ছায়ার মত ছুঁয়ে আমায় ব্যথা কেন পাও
ভরা পালে তরী কিগো বল
হবে স্রোতে হারা ॥
জ্বল জ্বল তারার প্রদীপ ঐতো নিভে আসে
আর জলে ভরা নয়ন আমার হাসে
এত পেয়েও মাঝপথে কেন
হারায় তবু ধারা ॥

শিল্পী : হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ॥ সুর : অনুপম ঘটক।

আকাশ আর এই মাটি ঐ দূরে
যেথা মেশে—
চল সেথা যাই ওগো কোন বাধা নাই
সেথা কেটে যাবে দিন শুধু হেসে ॥
যেথা পাখী ভ্রমরের গীতালি
শুধু প্রাণে প্রাণে রবে মিতালি
যেথা নীল নীল তারা ঝিলমিল
মন যায় গো সেথা ভেসে ॥
কুহু আর কূজনে যেথা শুধু দুজনে
আলাপন হবে।
আখির পলকে হাসির ঝলকে
জানিগো তুমি কাছে রবে।
যেথা অনুরাগে মন ভরানো
আর প্রাণে প্রাণে সুর ছড়ানো
যেথা ঘুম ঘুম তারা নিঝঝুম
যেথা কাটবে গো শুধু হেসে।

শিল্পী : আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ সুর : শ্যামল মিত্র।

জীবনে যদি দীপ জ্বালাতে নাহি পারো
সমাধি পরে মোর জ্বেলে দিও।
এখনো কাছে আছি তাই তো বোঝনা
আমি যে তোমার কত প্রিয়॥
হৃদয় চিরে যদি দেখাতে পারিতাম
বুঝিতে তুমি ওগো কি যে তারি দাম
আমি যে অসহায় আমার এ অপরাধ
পার তো ক্ষমা করে নিও॥
যেদিন চিরতরে হারায়ে যাব আমি
ভাঙিবে ভুল তব তোমারে পাব আমি।
সেদিন ডাক যদি এ নাম ধরে হায়
রুধির হয়ে যদি অশ্রু ঝরে যায়
তবুও আমায় পাবে না খুঁজে আর
বিরহী হব জানি বরণীয়॥

সুর ও শিল্পী : সতীনাথ মুখোপাধ্যায়।

শেষ প্রহরের ভীরু নয়ন
ব্যথায় ছল ছল।
তবু তুমি নীরব কেন
একটু কিছু বল॥
স্বপন মোহে
রব যে দোঁহে
যেথায় শুধু তুমি আমি
সেথায় নিয়ে চল॥
আকাশে অনেক দূরে
ঝিকিমিকি তারা জ্বলে গো।

ওরা যেন ওদের ভাষায়
কত কথাই বলো গো ॥
শুধু তোমার মুখে নাই যে কথা
হায় গো একি নীরবতা
হৃদয় দিয়ে এমন করে
হৃদয় কেন দল ॥

শিল্পী : তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ সুর : অনুপম ঘটক ।

*একটি কথাই লিখে যাবো শুধু
জীবনের লিপিকাতে
'তুমি যে আমার তুমি যে আমারই ওগো' ।
অশ্রু আখরে লিখে যাবো জেনো
চির বিদায়ের আগে
জীবনের শেষ পাতে ।
রব না যেদিন তব পাশে আর
ভুলেও যদি গো কভু একবার
মনে পড়ে যায় কোন অবসরে
সেই লিপিখানি হাতে ।
একটি কথাই খুঁজে পাবে তুমি
তারই প্রতি পাতে পাতে
'তুমি যে আমার তুমি যে আমারই ওগো' ।
আজ নয় ওগো বুঝিবে সেদিন
রহিবে যখন একা ।
কত ব্যথা আর অভিমান কত
লিপিকাতে আছে লেখা ।

কাহিনীর মত যারে মনে হয়।
সেতো শুধু ওগো কল্পনা নয়
ভেবে দেখো সে তো জীবনে তোমার
ছিল যে তোমারই সাথে
একটি কথাই লিখে গেছে তব
স্মরণের লিপিকাতে॥

স্বর ও শিল্পী : শ্যামল মিত্র।

শিয়রের দীপ যদি শেষে নিভে যায়
বরণের মালা যদি হতে চায় ম্লান।
তবু জেগে রবো শেষের প্রহরে
তোমায় শোনাতে গান।
এই দেখা যদি শেষ দেখা হয়
কমলের মাঝে কাঁটা জেগে রয়
আর দেখা নাহি হয়,
সে তো জানি ওগো নিয়তির দান।
ফুলে ফুলে দেখো ছেয়ে গেছে বনতল
কি হলো সহসা এখনি তোমার
নয়নে কেন গো জল।
জানিনা কি ভাবো কি বোঝাতে চাও
যদি সব খেলা ভেঙে দিতে চাও
কি বোঝাতে তুমি চাও
তবু তো কখনো জানাবো না অভিমান।

শিল্পী : আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়॥ স্বর : শ্যামল মিত্র।

ও পলাশ ও শিমুল

কেন এ মন মোর রাঙালে
জানিনা জানিনা আমার এ ঘুম কেন ভাঙালে ॥
যার পথ চেয়ে দিন গুনেছি
আজ তার পদধ্বনি শুনেছি
ও বাতাস কেন আজ বাঁশী তব বাজালে।
যায় বেলা যাক না আঁখি দুটি থাক না
সুন্দর স্বপ্নে মগ্ন।
যেন এল আজ এই শুভলগ্ন ॥
এ জীবনে যতটুকু চেয়েছি
মনে হয় তার বেশী পেয়েছি
ও আকাশ কেন আজ এত আলো ছড়ালে।
আমারে যে দিলে তুমি ভরায়ে ॥

শিল্পী : লতা মুঙ্গেশকার ॥ সুর : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

আলোতে ছায়াতে দিনগুলি ভরে রয়।
তারই মাঝে ভাবি কাছে এলে যদি
তুমি কি আমার নয় ॥
তোমার নয়নে তাই
স্বপন কুড়াতে চাই
আমার মালার এ ফুলের বাসে
রাখি তারই পরিচয়।
মালতীর মিতা মধুপে সে কথা জানে
কাকলী কূজনে কিসের দোল
রেখে রেখে যায় মনে।

কত সে মোহের সমারোহে
আমরা দোঁহে আছি'॥
কত ফুলের গন্ধ আসে
গন্ধ বহর ছন্দ আসে
প্রণয়লীলা যাবে যে কত ভাবে ॥

সুর ও শিল্পী : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

ঐ বাজে রিনিঝিনি কিংকিনি
মঞ্জির অশান্ত পায়।
শুনি গুঞ্জরে আজ মধুকর
চঞ্চল কুঞ্জের ছায় ॥
রাঙা পলাশের হাসি জাগে বনে
হায় একি ছন্দ লাগিল যে মনে
সুন্দর মম অন্তর আজি
জাননা কি ওগো কারে যে চায় ॥
দোলে বন ভোলে মন ফাগুনে আজ
কাকলী কুহু শোনাল যে গান
জানিনা কে দিল সাড়া
সুরে সুরে ভরে ওঠে প্রাণ ॥
আজি দখিনায় বাঁশী শুনি আমি
তোমারি লাগি দিন গুণি আমি
শুভ এ লগ্ন স্বপনে যে মগ্ন
উচ্ছল জীবন বেলা যে যায় ॥

শিল্পী : গায়ত্রী বসু ॥ সুর : অভিজিৎ।

যবে শেষের প্রহরে হারানোর সুরে
ফুল পল্লব ধরবে।
জানি তোমার আমার এই পরিচয়ে
আড়াল তখন পড়বে॥
সংশয় ভরা কত সে দ্বন্দ্ব ভারে
যে প্রেম হারালো নিবিড় অন্ধকারে
তারই মাঝে কি গো তবুও তোমার
হৃদয়ের দীপ ধরবে।
আমি যে তোমার জীবন পথের
কিছু প্রহরের সাথী।
এ কথা কি কভু মনে হবে বল
ঝরা ফুলে মালা গাঁথি।
মরমী অলির চরণ চিহ্ন বয়ে
যে ফুলের দল যায় গো ছিন্ন হয়ে
বল তারই নামে হাসি কুড়ায়ে কি আর
মিলন বাসর গড়বে।

সুর ও শিল্পী : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

পথ ছাড় ওগো শ্যাম
কথা রাখ মোর।
এমন করে তুমি আঁচল ধরোনা
এখনই যে শেষ রাত হয়ে যাবে ভোর॥
রাত জেগে ঝরে গেছে
অতসী ও কামিনী

বেদনার মত কি আছে মধুর আর
অশ্রু সাগরে খেয়াতরী বেয়ে
তাইতো মানিনি হার ॥
কত সুর যেন বাজেনি বাঁশীতে মোর
শুধু ঝরে ব্যথা করুণ হাসিতে মোর
কত তারা হায় ঝরিল আকাশে
কে রাখে ঠিকানা তার ॥
এ ভুবন মোর কাঁদে যে রিক্ত হয়ে
ঝরে যায় মোর মালার গ্রন্থি
শিশিরে সিক্ত হয়ে।
কত কথা যেন পারিনি বলিতে হায়
যে প্রদীপ মোর জানেনা জ্বলিতে হায়
তারই চারিপাশে এ জীবনে শুধু
ঘনালো অন্ধকার ॥

শিল্পী : উৎপলা সেন ॥ সুর : সতীনাথ মুখোপাধ্যায়।

মায়ামৃগ সম তুমি কি গো শুধু
দূরে রবে সাথী গো।
অশ্রু মুকুলে মালাখানি মোর গাঁথি গো ॥
এ ব্যথা পারিনা সহিতে
এ তো জানো শুধু বহিতে
কেঁদে ফিরে যায় চাঁদ জাগা এই রাত্তি গো ॥
আঁখিতে হারায়ে প্রিয় যবে গো
স্বপনের মাঝে রয়
জানি সে তো প্রিয়তম হয় ॥

এ ব্যথা কেমনে পাশরি
•কাঁদে তাই ফুল বাঁশরী
কভু বা আশায় কভু নিরাশায়
মিলন শয়ন পাতি গো ॥

শিল্পী : অখিলবন্ধু ঘোষ ॥ সুর : দুর্গা সেন।

যতদিন তারা জ্বলিবে সুদূর নভে
'আমি যে তোমারই ওগো'।
যতদিন পাখী গানে মুখরিত হবে
আমি ত' তোমারই ওগো ॥
জীবনের এই সুরভরা লিপিখানি
এ ভুবন হতে মুছে যাবে তাও জানি
তার শেষের পাতায় এই শুধু লেখা রবে
'আমি যে তোমারই ওগো'।
প্রেমের শপথ যে কথা লিখিল মরমের শতদলে
তাই দিয়ে যেন এই মালাখানি পরাই তোমারই গলে
এ জীবন যেন পেয়েছি তোমার লাগি
তোমারই এ তুমি আজো আছ তাই জাগি
একবার কিগো এইটুকু মোরে কবে
আমি যে তোমারই ওগো ॥

শিল্পী : হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ॥ সুর : অনুপম ঘটক।

কেন প্রহর না যেতে মরমের বীণা বাজে
কেন মল্লিকা বনে মুকুল ঝরে গো লাজে ॥
কেন দুটি আঁখি কোণে লেখা
বিদায়ের লিপিরেখা
এই স্বর্ণালী সাঁঝে ॥

যদি ময়ূরের পাখা ইন্দ্রধনুর
স্বপন ছড়াল ঐ
কেন বিরহী মাধবী পরাগ ঝরাল ঐ ॥
রাঙা বন্ধন ছিঁড়ে
সে দোসর গেল ফিরে
ভাঙা বাসরের কি যে ব্যথা হায়
বুঝি তবু বুঝিনা যে ॥

শিল্পী : অখিলবন্ধু ঘোষ ॥ সুর : দিলীপ সরকার।

এ মন আমার যেন
ভ্রমরের সুর হয়ে
গান শুধু শোনায় তোমায়।
তোমার হৃদয় ফোটা
সে এক ফুলের কুঁড়ি
সেই সুরে পাপড়ি ছড়ায় ॥
আমার না বলা কথা
বেজে ওঠে বাতাসের সুরে।
আমার এ ব্যাকুলতা পাখীর পাখায়
ভেসে যায় দূরে ॥
তারই পানে চেয়ে বুঝি
তোমার নয়ন দুটি স্বপ্ন ঝরায়।
ভীরু ভালবাসা ঘেরা তোমার হৃদয়
কি কথা বলিতে চায় জানি
আমারে যে আরো কাছে
নেয় সে তো টানি ॥

ভালো তবু লাগে যে
দূর হতে বাজে মোর বাঁশী
অধরে তোমার সে
জাগায় আবেশ ভরা হাসি
এই দূরে দূরে থাকা
দুজনারই যেন ওগো হৃদয় ভরায় ॥

সুর ও শিল্পী : শৈলেন মুখোপাধ্যায়।

পিয়াল শাখার ফাঁকে ওঠে
একফালি চাঁদ বাঁকা ওই।
তুমি আমি দুজনাতে বাসর জেগে রই ॥
তোমার আছে সুর
আর আমার আছে ভাষা
মনের কোণে আছে
কিছু পাবার আশা
আর এবার কিছু শুনে
আমিও কিছু কই ॥
বাতাস কি গান গায়
ঐতো ফোটে ফুল
আর এই যে প্রহর জাগা
এতো নহে ভুল ॥
তোমার পানে চেয়ে
আমার আঁখি হাসে
আর হঠাৎ কেন এই রাত
শেষ হয়ে ওই আসে
ফুরিয়ে যাব ভেবেই
তাই তো ব্যাকুল হই ॥

সুর ও শিল্পী : অখিলবন্ধু ঘোষ।

ধিন কেটে ধিন ধিন কেটে ধিন্
বাজে ঝড়ের ঢাক।
তার সাথে ঐ কাঁসি বাজায়
ঝিঁঝি পোকার ডাক॥

বিদ্যুৎ বৌ মুচকি হাসে
মেঘ চিকেরই ফাঁকে।
আর কবির লড়াই চলছে যে ঐ
কে বা হারায় কাকে।
এক পক্ষে বজ্র কবি
আর তার পাল্লা অলির ঝাঁক॥

শুনহে সব কইল হেঁকে
বজ্র কবিয়াল।
সবল যে গো তাহারই হয়
জয় যে চিরকাল।
এই না শুনে মক্ষিরাণী
পাল্টা জবাব দেয়
তাই তো শেষে পায় না পানি
তোমার তবার হাল।
ফের কেন আর বড়াই করো
ঢের হয়েছে থাক॥

বজ্র বলে থাকবো কেন
প্রমাণ যদি চাও।
শাস্ত্র পুরাণ সমান আমার
বচন শুনে যাও।
সবল আমি আমার কাছে
কেউ ভেড়ে না তাই

এই দেখনা হাতে হাতেই
প্রমাণ দিয়ে যাই।
এই না শুনে শ্রোতারা সব
হল হতবাক॥
এবার যে গো জবাবে ঐ
মক্ষিরাণী কয়
জ্ঞানের কথা বেশ বলেছ
বাবু মহাশয়।
তোমাব হাঁকে মাটি কাঁপে
ফুল ও পাতা ঝরে।
আমার গানের মিষ্টি সুরে
স্বপ্নে তারা ভবে।
তোমার আমাব মধ্যিখানে
এইটুকু যা ফাঁক॥

শিল্পী : হেমন্ত মুখোপাধ্যায॥ সুর : নচিকেতা ঘোষ।

আমি বলি তুমি শোন
আকাশের ঐ তারা গোন
কথা রাখ কাছে থাক গো।
আর তুমি বল আমি শুনি
রচি প্রেম ফাল্গুনী
এস এস কাছে ডাক গো॥
মুকুল ধরা বকুলগুলো
ব্যাকুল হাওয়া দিক দুলিয়ে
আর আঁখিতে মোর তোমার আঁখি
নিবিড় আবেশ দিক বুলিয়ে।

তুমি শোন আমি বলি
হোক না রাতি চন্দ্রাবলী
কাছে এস যেওনাকো গো
আর কথা রাখ কাছে থাক গো।
আর নয়ত ধর তুমি আমি
পাশাপাশি জেগে রব
চোখে চোখে কথা কব
মনে মনে মনের কথা জেনে লব।
উদাসী ঐ বাঁশীর সুরে
হাসির ঝলক দাও ছড়িয়ে
তুমি কণ্ঠে আমার গন্ধঢালা
মিলন মালা দাও পরিয়ে।
আমি শুনি তুমি বল
নয়ন কেন ছল ছল
হাসি দিয়ে ব্যথা ঢাক গো।

শিল্পী : জগন্ময় মিত্র ॥ সুর : অনুপম ঘটক।

এই পাড় ভাঙ্গা
ঐ পাড়ে নদী গড়ে হায় একি খেলা
হৃদয় বাঁশীর ছায়ানটে
যেন সকরুণ অবহেলা ॥
কেউ কাঁদে কেউ হাসে
আলো যায় ছায়া আসে
কেঁদে ফিরে গেছে পূরবীর ধূপছায়ে
সুরভি ব্যাকুল বেলা ॥

উদয়াস্ত চলে এই দেয়া নেয়া
পারাবারে ঐ পারাপার শেষ করে
তীরে ফিরে আসে খেয়া।
ব্যথা হাসে হাসি কাঁদে
স্মৃতি তবু বাঁশী সাধে
তবে কেন নীল দিবসের মমতারে
গোধূলিতে মুছে ফেলা।

শিল্পী : সন্তোষ সেনগুপ্ত ॥ সুর : অনুপম ঘটক।

যদি ডাকো এপার হতে
এই আমি আর ফিরবে না।
আমার খেয়া তোমার কুলে
আর কখনও ভিড়বে না ॥
নিরুদ্দেশে যাত্রা করে
কবে বল কেই বা ফেরে
মিলন মালা ছেঁড়েই যদি
মায়ার বাঁধন ছিঁড়বে না ॥
কাছে আছি তাইতো আমার
নেইতো কোন দাম।
তোমার ব্যথায় মুখর হবে
তোমার দেওয়া নাম ॥
যায় যদি যাক প্রহর ব'য়ে
মর্মে স্মৃতির অশ্রু লয়ে
তবু এ প্রেম আঁধার হয়ে
প্রদীপ তোমার ঘিরবে না ॥

সুর ও শিল্পী : শ্যামল মিত্র।

তোমায় দেখেছি কত রূপে কতবার
কত সে শরতে কত সে ফাগুন দিনে।
তোমার প্রেমের মুকুতা যেন গো ঝলে
শিশির ছড়ানো চির সে সবুজ তৃণে।
তোমায় দেখেছি শ্রাবণ মেঘের কালোয়
কখনো দেখেছি চন্দ্রিমা ভরা আলোয়
আঁখির আভাসে তোমায় নিয়েছি চিনে॥
রূপের তোমার নাই যেন সীমা নাই
এ রূপের যেন সীমা খুঁজে নাহি পাই।
তোমায় দেখেছি কত সে অলস বেলায়
পাপড়ি ঝরানো রঙ্গিল ফুলের মেলায়
সে রূপ তোমার হৃদয়ে নিয়েছি জিনে॥

সুর ও শিল্পী : শৈলেন মুখোপাধ্যায়।

এখনো রজনী আছে
এখনি বলোনা যাই।
থাকো তুমি মোর কাছে
বাসর জাগাতে চাই॥
দূর আকাশের তীরে
তারাগুলি জ্বলে ধীরে
বাতাসে এখনো যেন
ফুলের সুরভি পাই॥
এখনো ঝরেনি মালা
মোর বুকে মুখ রাখো
তোমারই দেয়া সে নামে
একবার শুধু ডাকো॥

বল ওগো কিছু বলো
আঁখি কেন ছলো ছলো
তুমি কি জাননা ওগো
বিদায় বলিতে নাই ॥

শিল্পী : অপরেশ লাহিড়ী ॥ সুর : রবীন চট্টোপাধ্যায়।

যদি মনে হয় ভার মালাখানি আর
রেখো না গলে।
অভিমান তবু রবে না তো মোর
নয়ন জলে ॥
ভুলিওনা হায় এই কাছে থাকা
মিলনের মোহে হাতে হাত রাখা
দূরে গিয়ে নয় মনে করো ওগো
ভুলেছি প্রেমেরই ছলে ॥
আমার নয়নে শত-শ্রাবণের
বেদনা করেছি জমা
ভুল করে যদি ভালবেসে থাকি
করিও না হয় ক্ষমা।
মনে করো এই কুসুমের মেলা
এতো শুধু ভুল ক্ষণিকেরই খেলা
আমার মতন চেয়োনা বুঝিতে
বেদনা কাহারে বলে ॥

শিল্পী : অপরেশ লাহিড়ী ॥ সুর : রবীন চট্টোপাধ্যায়

খুলিয়া কুসুম সাজ শ্রীমতী যে কাঁদে
অলখে রহিয়া কানু ফুলরেণু সাধে।
সুরভি ঝরানো মালা
দিল প্রাণে একি জ্বালা
যার লাগি হারাল কুল
কি দিয়ে যে বাঁধে॥
অঙ্গের লাবণি হলো নয়নের জল
প্রেমের যমুনা কুল হয়েছে পিছল
সে যে শুধু ফুলবাণে
পরাণ বিঁধিতে জানে
বিষভরা ফুলবাণে
একি জ্বালা দিল প্রাণে,
তবু, কলঙ্কিনী হলো যে নাম
কিবা অপরাধে॥

সুর ও শিল্পী : শচীনদেব বর্মণ ।

ভালবাসা যদি অপরাধ হয়
আমি অপরাধী তবে,
জানি তার মাঝে আমার হৃদয
সুন্দর তবু হবে॥
ফুলে যদি কাঁটা রয়
সে তো নহে পরাজয়
জানি মালার মুকুল রয় যে লুকায়ে
সুরভি তবু তো রবে॥

তুমি তো আমায় বারে বারে বোঝ ভুল
কাঁটার বেদনা চায়নি তো দিতে
দিয়েছি তোমায় ফুল ॥
ফুরালে ফাগুন বেলা
শেষ নাহি হয় খেলা
জানি মেঘের আড়ালে রয় যে লুকায়ে
আধো চাঁদ দূর নভে ॥

শিল্পী : অপরেশ লাহিড়ী ॥ স্বর : সুধীরলাল চক্রবর্তী।

আমাদের গান শুনেছে রাতের ফুল
মোদের মিলন দেখেছে সন্ধ্যাতারা
মোর দেয়া তব কণ্ঠের মালা হতে
সৌরভ লুটে বাতাস আপন হারা ॥
আমায় তুমি যে জানালে মনের সাধ
দূর হতে ঐ শুনে গেল আধো চাঁদ
সবাই যেন গো জেনে গেছে মনে মনে
কেহ নাই মোর কিছু নাই তুমি ছাড়া ॥
তোমার আঁখিতে স্বপ্ন কুড়াতে চেয়ে
রাতের পাখীরা উঠেছে যে গান গেয়ে ॥
তোমার আমার এইটুকু পরিচয়
এরই মাঝে যেন কত কিছু জেগে রয়
যেথায় হারায় ভীরু অধরের ভাষা
মনের বাঁশরী সেথায় তোলে যে সাড়া ॥

শিল্পী : সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ॥ স্বর : অনিল বাগচী।

শুধু দুটি ফোঁটা আঁখি জলে
একটি ভুলের মধুর কাহিনী
মুকুতার মত ঝলে ॥
ক্ষমা ত' করোনি মোরে
তাই দূরে গেছ তুমি স'রে
সেই ফুলডোর ঝরে গেছে
ঝরে গেছে পলে পলে ॥
আজ মোর সেই ভুল ভেঙে গেছে
ফুরায়েছে সব আশা।
ভুল করে তবু বারে বারে কেন
বালুচরে বাঁধি বাসা ॥
তুমি তো পাষাণ জানি
তবু পরাজয় নাহি মানি
দিয়ে গেছো ব্যথা
হৃদয় দেবার ছলে ॥

শিল্পী : কুমার প্রদ্যোৎনারায়ণ ॥ সুর : দুর্গা সেন।

শুধু ক্ষমা চাওয়া ছিল বাকি
যারে ভাবি আলো
সে তো আলেয়ার ফাঁকি।
যদি মোর হাসি গান
নাহি পেলো·প্রতিদান
ব্যথা অভিমান কেমনে বলগো ঢাকি ॥
যেথা ছিল হাসি আজ সেথা আঁখিজল
ঝরে গেছে মালা আজ শুধু ফুলদল।

দূর তবু নহে দূর
সেতো জীবনেরই সুর
তারি মাঝে আমি নিজেরে লুকায়ে রাখি ॥

শিল্পী : অনন্তদেব মুখোপাধ্যায় ॥ সুর : সুধীরলাল চক্রবর্তী।

দূর হতে শুধু ছুঁয়ে যাও তুমি
আমায় তোমার গানে।
কেন দূরে সরে যাও আলেয়ার মত
মন মোর নাহি জানে ॥
কেন এ ছলনা মন নাহি দেবে যদি
মোর প্রেম হবে কি গো মরুতে হারানো নদী
ভালবাসা মোর কোনদিন কিছু
চায়নি তো প্রতিদানে ॥
হৃদয় আমার আঁধারে হারায়ে যায়
মধু ফাল্গুন এ ভুবন হতে
শুধু যে বিদায় চায় ॥
ঝরা মুকুলের সুরভিতে কাঁদে বেলা
বুঝিতে পারিনি মন নিয়ে একি খেলা
তব নামে জ্বালা মণিদীপ কিগো
নিভে যাবে অভিমানে ॥

শিল্পী : নীতা সেন ॥ সুর : সুধীরলাল চক্রবর্তী।

যেখানেই থাকো যত দূরে তুমি থাকো
ভুল বুঝে যদি ভুলে যাও কভু মোরে।
এ পৃথিবী থেকে যেদিন বিদায় নেবো
অনুরোধ মোর সেদিন্ থেকোনা সরে ॥

যে মালাটি আজ নিয়েছ তোমারি ভেবে
হয়ত বা তারে ধূলিতে ফেলে দেবে
তবু ভালবাসা দিয়ে যারে আজ দিলে ভরে
ভুল বুঝে তারে সেদিন থেকোনা সরে ॥
যার প্রেম আজ ফাগুনে ফোটানো ফুল
সেকি চৈত্র বেলার ঝরা পাতাদের
কান্নায় হবে ভুল ॥
তোমায় যে আমি শেষবার শুধু দেখে
চলে যাবো ওগো এই যে পৃথিবী থেকে
শেষ সাধ মোর দিওনা বিফল করে।
ভুল বুঝে মোরে সেদিন থেকোনা সরে।

সুর ও শিল্পী : নীতা সেন।

মোর অশ্রুসাগর কিনারে রয়েছে বেদনার এই খেয়া
পথ চাওয়া আঁখি তবুও নিমেষহীন।
আজ নেই শুধু সেই সে হারানো দিন ॥
গন্ধের ভারে মন্থর বায়ু অন্তর ছুঁয়ে যায়
মনে হয় শুধু হায়
সব কিছু ভুলে হায় তুমি আজ উদাসীন ॥
প্রণয়ের মধু মৃণাল বাঁধনে
আছি তবু যেন বাঁধা।
তব হৃদয়ের সুরে মোর এই নাম
আজও আছে কিগো সাধা ॥
স্বপ্নের তীরে অপলক আঁখি কি যেন খুঁজিতে চায়
বুঝিতে পারিনা হায়
তাই চির বেদনায় আমি অনন্ত লীন ॥

শিল্পী : শচীন গুপ্ত ॥ সুর : সুধীরলাল চক্রবর্তী।

রিনিক ঝিনি ঝিনি চিনি তারে চিনি
সুর ছড়ালো মন ভরালো
কঙ্কন কিঙ্কিনী তার কনক কিঙ্কিনী ॥
বুঝি সে সাঁঝের ছায়
জল নিতে ঘাটে যায়
নূপুর বাজে পায়
সে ফিরে ফিরে চায়
এমন করে সাড়া তো কেউ
দেয়নি কোনদিনই ॥
ময়ুরগুলো তার পানে ঐ
শুধু চেয়ে থাকে
মন বলে ইশারাতে
আমায় কাছে ডাকে।
কেন যে অকারণ
উতলা হলো মন
হায়গো কি যে চাই
ভাবি শুধু তাই
আমায় যেন কত ঋণে
করল সে আজ ঋণী ॥

শিল্পী : বাণী ঘোষাল ॥ সুর : শ্যামল মিত্র।

তোমার ঐ আমলকী বন
একতারাতে আজ সারা বেলা
এ কোন্ সুর ধরেছে।
আমারই বাউল এ মন ভ্রমর হয়ে
তোমার ফুলে ফুলে কত রঙ যে ভরেছে ॥

এ কোন্ লাজে তোমার কৃষ্ণচূড়া
হলো গো আজ লাল
অনুরাগের আধার ছড়ায়
আমার পলাশ ডাল,
মহুয়ার নেশায় মাতাল
পাখীর গানে দোল যে ঝরেছে ॥
বুনো হাঁসের পাখায় দু'জন কোথায় ভেসে যাই
তুমি আমি কেউ জানেনা তার ঠিকানা নাই।
তোমার কাছে আমার ভীরু মন কয় গো কথা কয়
ময়ূর মিথুন দোঁহার পানে রয় গো চেয়ে রয় ॥*

শিল্পী : ইলা বসু ॥ সুর : শৈলেন মুখোপাধ্যায়।

বিদায় নিওনা হায় শপথ লাগে—
ঝরায়ে দিওনা মালা
ঝরার আগে।
যে দীপ নিজেরে শুধু হারাতে জানে
ছলছল আঁখি চায় তাহারই পানে
হায় বুঝাতে পারি না তাই
কি যে ব্যথা জাগে ॥
যে তারা আকাশে ঐ নীরবে ঝরে
তারই শোকে বল কে আর সমাধি গড়ে
হায় ব্যথা তাই দিতে চাও
কি যে অনুরাগে ॥

শিল্পী : পান্নালাল ভট্টাচায ॥ সুর : উমাশংকর চট্টোপাধ্যায়

ঝরাপাতা আর ঝড়ে নেভা দীপ যারা
তোমাদের এ পৃথিবীতে
যাহাদের নাম লেখে নাই ইতিহাস।
মোর এই গান খুঁজে ফেরে
সেই নীরব দীর্ঘশ্বাস ॥
তোমরা গড়েছ তাদেরই পাঁজরে
সুখের সাতমহল
তোমাদেরই হাতে ঢেলেছে যে
সেই ব্যথাভরা আঁখিজল
নিয়তির একি সকরুণ পরিহাস ॥
হায় কে করে বিচার কার।
বিধাতার হাতে ভিক্ষাপাত্র সঁপি
তোমরা যে নিলে কাড়ি—
সুমহান প্রাণদণ্ডের সবটুকু অধিকার।
যাদের রক্তে রাঙা হল ঐ
উদয় অরুণাচল
তোমাদের লাগি নিল যে বিদায়
বেদনায় আঁখিতল
মেটেনি কি হায় তবু তোমাদেরই আকাশ ॥

শিল্পী : সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ॥ সুর : দুর্গা সেন।

যাদের ঐ অনেক আছে
তুমি তাদের গাও যে গান।
যারা কভু চায়নি তোমায়
তুমি তাদের ভগবান ॥

মরুও হয় যে সবুজ

পাষাণেও ফোটে ফুল

এত যে ডাকি তোমায়

বল না সেকি ভুল ?

তবুও টলেনা তো বজ্র কঠিন তোমার প্রাণ ॥

সুখ-দুঃখে থাকি তবুও তো আছি

তোমার পায়ের ধূলি নিয়ে যেন বাঁচি।

তুমি কি এতই নিঠুর

ভাঙ্গো শুধু গড়ে হায়

কেন গো ব্যথা দিয়ে

যাও তুমি স'রে হায়

আমাদের সুরের মাঝে

বাজাও কেন অবসান ॥

শিল্পী : সাবিত্রী ঘোষ ॥ সুর : অনুপম ঘটক।

কাঙালের অশ্রুতে যে রক্ত ঝরে

ভগবান, ও ভগবান দেখেও তুমি দেখো না।

ওরা যে সেই পাঁজরে প্রাসাদ গড়ে

ভগবান ও ভগবান দেখেও তুমি দেখো না।

মিনতি শুনে হায়

পাষাণও গলে যায়

তুমি তো দেখোনা গো চেয়ে

বেদনা পেয়ে

আমরা কাঁদি ওদের ক্ষেতে

হাসির ফসল ঝরে গো ॥

মোদের এ ভাগ্য যেন খেলার পাশা।
ওদেরই চরণছায়ে বাঁধে বাসা।
এ ব্যথা শোধে গো
আঁধারে বোধে গো
জানিনা আমাদের কি দাম আছে
আলোরই কাছে
আমরা যেন প্রদীপ শিখা
নিয়তি যে ধরে গো॥

শিল্পী : সাবিত্রী ঘোষ॥ সুর : অনুপম ঘটক।

প্রেম সে তো শুধু রূপকথা হয়ে
নিশীথ স্বপনে বয়।
ধরিতে গেলেই মরীচিকা মনে হয়॥
তবু সেতো নহে ভুল—
(জানি) রূপের আড়ালে কাটাবে লুকায়ে
চিরদিনই হাসে ফুল
হাসি যদি কভু ঝরায় অশ্রু
সেতো অভিশাপ নয়॥
কাছে এসে কেন দূরে চলে যাও
নাও নাতো মালা গলে
এমনি করেই নিয়তির খেলা চলে।
তবু কেন ভুলে যাই
আঁখিজল ছাড়া এ জীবনে মোর
আর যেন কিছু নাই
ব্যথা সেতো এই হৃদয়ের পরিচয়॥

শিল্পী : রবীন মজুমদার॥ সুর : দুর্গা সেন।

বল্লভ ফিরে গেছে পল্লব ঝরে গো
দূরে ঐ নভোনীল মেঘছায় ভরে গো ॥
করবীর সুরভিতে অন্তর জাগেনি
মন্থর সমীরণে সেই দোল লাগেনি
সেই সুর নেই যেন বিহগের স্বরে গো ॥
বেলা শেষে খেয়াতরী ঐ যেন বয়ে যায়
পথিকের স্মৃতি শুধু আঁখিজলে রয়ে যায় ।
তবু মোর কণ্ঠে মালা আছে জড়ানো
নয়নের হাসি আজ বেদনায় ভরানো
সেই মোর দিনগুলি আজও মনে পড়ে গো ।

শিল্পী : সুপ্রভা সরকার ॥ সুর : হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ।

এই বৈশাখে ঐ শাখে ঐ ডাকে
চোখ গেল হায়
এই যৌবন মৌবনে মৌমাছি
ডাক দিয়ে যায় ॥
আজ তুমি নেই আমারও কাছে
ব্যাকুল নয়নে পথ চেয়ে আছে
দূর নীলাকাশে ঐ যেন আসে
হাসে আষাঢ়ের দিন—
সে তো জানিনা যে আজ কেন বাজে
মন মাঝে সুর ভরা বীন ।
মেঘদূত ছায়া ফেলে আকাশের তীরে
বলে যায় তুমি আজ আসিবে ফিরে ॥

মায়াজাল বুনে কাল গুনে গুনে
ফাল্গুনে তোমারে পাই
ঐ মুহু মুহু গায় শুনি কুহু
আজ দুঁহু এক হয়ে যাই—
তুমি এলে মোব হৃদয ভবে
তোমারে পেলাম আজ আপন করে॥

শিল্পী : অপবেশ লাহিডী॥ সুব : শ্যামল মিত্র।

আজো আকাশেব পথ বাহি চাঁদ আসে
মোব ব্যথা গোধূলীব ছায়াতীরে।
ঝবা মাধবীব ম্লান মালাখানি
শপথেব স্মৃতি লযে গেল ছিঁড়ে।
সুব যেন ভুলে গেছে ভাঙ্গা বাঁশী
প্রেম মোব কাঁদে আব আমি হাসি
নাহি জানি কেন তবু মনে আসে
মিলনেব সেই বাতে ছিলে পাশে
প্রদীপেব স্বপ্ন হল ঐ ভুল—
নিভে যেতে চায় ধীবে ধীবে॥
ভেঙে কেন দিলে হায় সব খেলা
তুমি যেন বেখে গেছ অবহেলা
যতটুকু তব আজো আছে বাকি
তাবি লাগি তোমাবে যে কাছে ডাকি
এ হৃদয় কেঁদে কয় ভোল অভিমান
জেগে আছি ওগো তুমি এসো ফিরে॥

সুব ও শিল্পী : শচীনদেব বর্মণ।

ঐ দোল দুল দোলে
দোলে ফুল দোলে,
এই ঝিরি ঝিরি মিষ্টি হাওয়ায়,
কী মায়া চোখের চাওয়ায়।
শুনি কিছু বল, যাই নয় চলো—
নিরালা বনের ছাওয়ায়।
আঁধারে জ্বলে কত জোনাকি,
বলগো তারে যায় গোনা কি?
তবু কেন দূরে, ভর মন সুরে—
বাধা কি গান গাওয়ায়।
তারপর নামে যদি সন্ধ্যা,
ফোটে যদি রজনীগন্ধা—
চোখে চোখে স্বপ্ন যে আঁকবো,
মুখোমুখি শুধু চেয়ে থাকবো।
যদি রাত ঢেলে দেয় জ্যোছনা,
সেই দিয়ে হবে প্রেম রচনা—
জানিনা কি ভাব, তোমারে কি পাব
মোর যত চাওয়া পাওয়ায়।

শিল্পী : অপরেশ লাহিড়ী॥ সুর : শ্যামল মিত্র।

আজ মৌ মৌ মহুয়ায় মৌমাছি সারাদিন
হয়ত বা গুন গুন করবে,
বৌ বৌ কৈ তুমি কও বল ব'লে এক
বৌ কথা কও সুর ধরবে।
দোল দোল বাতাসের ছন্দে,
ঝিম ঝিম নেশা লাগা নিমফুল
তারই মধু গন্ধে—

হয়ত তোমার চোখে আমারই
সে প্রেরণায় নতুন স্বপ্ন কিছু ঝরবে।
পাখীদের ছড়া যেন সুরপঞ্চমে ভরা,
সে সুরের মন্তর অন্তর খুশী করা।
ঝর ঝর পিয়ালের ছায়াতে,
ঘুম ঘুম নিরালায় তুটি মন—
মিশে যাক মায়াতে।
হয়ত বা মেঘ ছুঁয়ে সারাদিন ধ'রে শুধু
রোদ সোনা ঝ'রে ঝ'রে পড়বে।

সুর ও শিল্পী : নীতা সেন।

আমার গানের স্বরলিপি লেখা রবে
পান্থ পাখীর কূজন কাকলী ঘিরে
আগামী পৃথিবী কান পেতে তুমি শুনো
আমি যদি আর নাই আসি হেথা ফিরে
অশথের ছায়ে মাঠের প্রান্তে দূরে
রাখালী বাঁশীর বেজে বেজে ওঠা সুরে
আমার এ গান খুঁজো তুমি তারই মীড়ে।
ঝরাপাতাদের মর্মর ধ্বনি মাঝে
কান পেতে শুনো অশ্রুর সুরে
মোর এই গান বাজে।
পরাগ ঝরানো স্বপ্ন ভরানো বনে
যেথায় সুর তোলে মনে মনে
আমার এ গান খুঁজো তুমি তারই মীড়ে।

শিল্পী : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়॥ সুর : নচিকেতা ঘোষ।